ফকীর মজনু শাহ

কাজী গোলাম আহমদ

facebook/@maktabatuttalamij

ফকীর মজনু শাহ

কাজী গোলাম আহমদ

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ৫৫৯/১
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৮০৮.০৬৮৩
ISBN : 984—06—0460—x

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪

দ্বিতীয় প্রকাশ
জুন ১৯৯৫
জ্যৈষ্ঠ ১৪০২
যিলহজ্জ ১৪১৫

প্রকাশক
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণ শিল্পী
মোঃ শামসুজ্জোহা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা মাত্র

Fakir Maznu Shah (Life-Sketch of Fakir Maznu Shah in Picture) : written by Quazi Golam Ahmad in Bengali and published by Islamic Foundation Bangladesh, Baitull Mukarram, Dhaka-1000. June 1995

Price : Tk 25.00 ; US Dollar : 1.00

facebook/@maktabatuttalamij

ফকীর মজনু শাহ ছিলেন মাদারী ফকীরদের নেতা। ভারতের কানপুরে শাহ মাদারের মাযার সংলগ্ন এক কুঠিতে তিনি থাকতেন। তিনি ছিলেন গোয়ালিয়র রাজ্যের লোক।

মজনু শাহ শাগরিদদের নিয়ে প্রতি বছর একবার বাংলাদেশে আসতেন। এখানকার ওলী-আল্লাহ্‌দের মাযার যিয়ারত করে যেতেন।

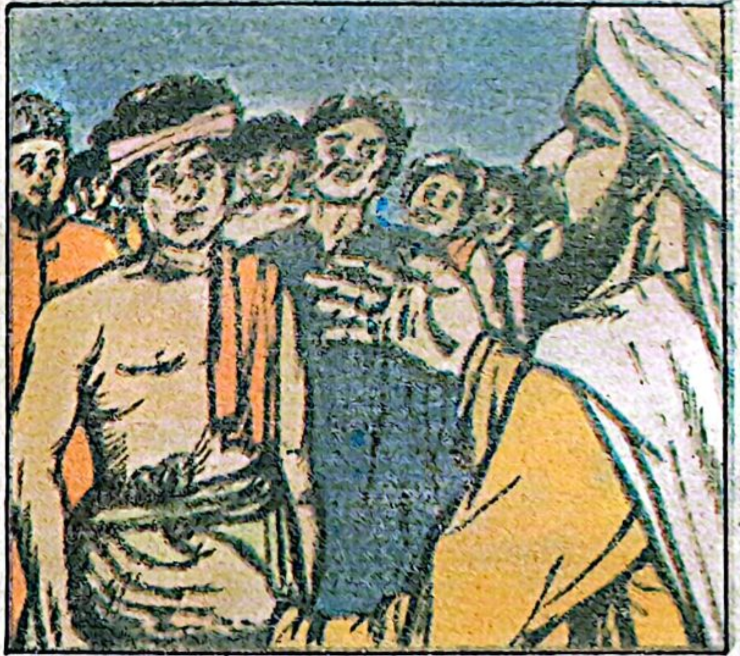

এইভাবে ঘুরে ঘুরে মানুষকে তিনি হিদায়ত করতেন। বাংলাদেশের গ্রামের মানুষ তাঁকে ভালবাসতো-ভক্তি করতো। তিনিও তাদের ভালোবাসতেন।

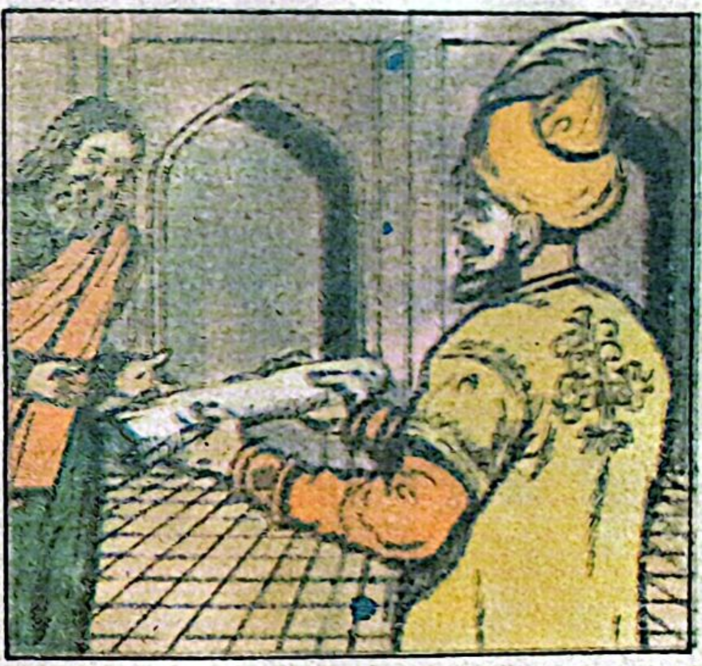

বাদশাহ শাহ সুজা ফকীর মজনু শাহের ওস্তাদকে নিজস্ব পতাকা বহন আর যেখানে খুশী যাওয়ার সনদ দিয়েছিলেন। বহু লাখেরাজ জমিও দিয়েছিলেন। মজনু শাহও সেভাবেই চলতেন।

facebook/@maktabatuttalamij

ফকীরদের মাথায় ছিলো লম্বা চুল। পরনে রঙিন কাপড়। গলায় লম্বা শিকল। হাতে থাকতো লম্বা চিমটা আর পতাকায় মাছের ছবি।

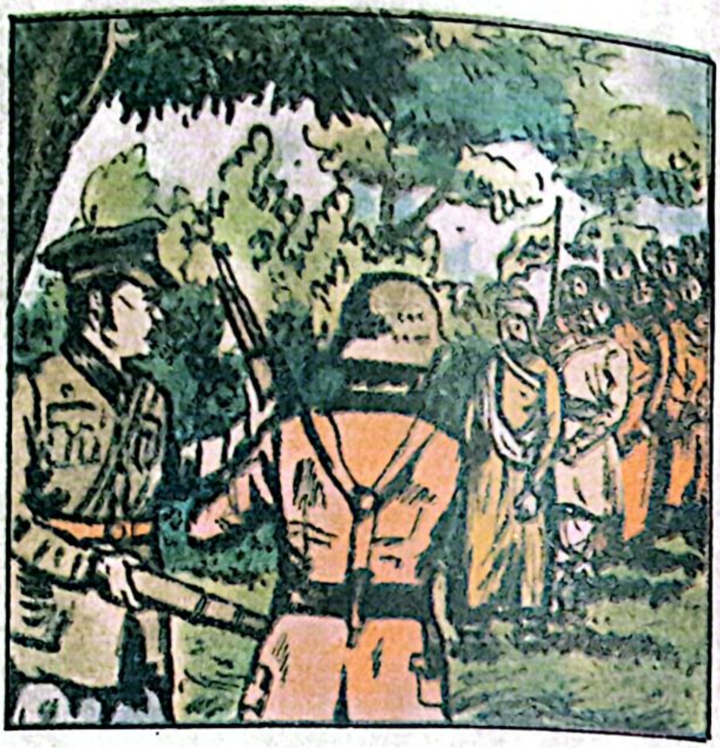

পলাশীর যুদ্ধের ছ'বছর পর। ইংরেজ কোম্পানী এই ফকীরদের পতাকা বহন নিষিদ্ধ করে দিল। তাদের অবাধ যাতায়াতেও বাধা দিলো।

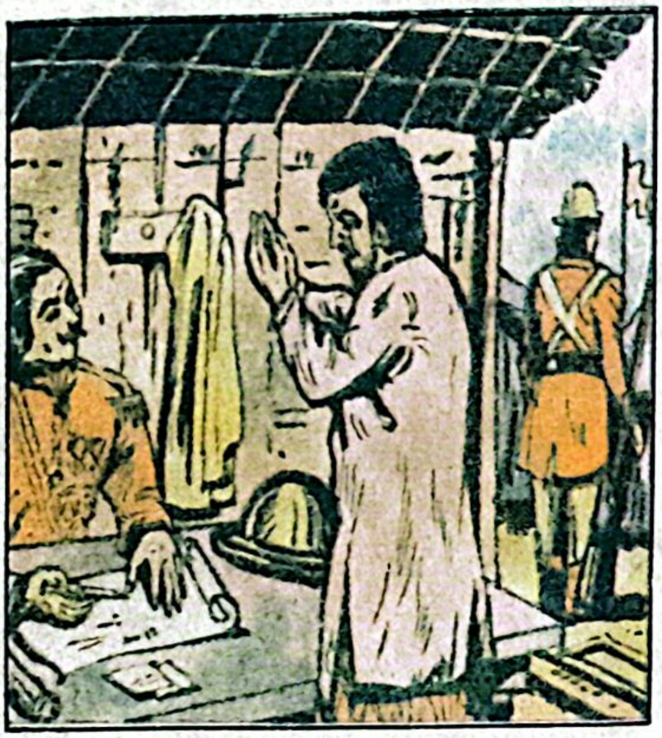

ফকীরদের বাংলাদেশেও অনেক লাখেরাজ জমি ছিল। সেগুলোও ইংরেজ কোম্পানী বাজেয়াফ্‌ত করে নিলো।

ফকীররা কোম্পানীর সাইনবোর্ড জমি থেকে উঠিয়ে ফেললো। বললো—'জমির দখল কাউকে নিতে দেব না।'

facebook/@maktabatuttalamij

ইংরেজ কোম্পানী বড় বড় হিন্দুদের হাতে সব জমির খাজনা আদায়ের ভার দিলো। সৃষ্টি হলো ইংরেজ-ভক্ত জমিদার। ফকীররা হিন্দু জমিদারদের খাজনা আদায়ে বাধা দিলো।

জমিদাররা কোম্পানীর কাছে নালিশ করলো—'ফকীররা জোর করে খাজনা আদায় করছে। না দিলে প্রজাদের ভয় দেখাচ্ছে। তাদের সঙ্গে মজনু শাহ্‌র শাগরিদ সন্ন্যাসী নামধারী ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীও আছেন।

কোম্পানীর সেপাইরা ফকীরদের এক এক করে ধরে নিয়ে গেলো। অনেককে হত্যা করলো। বললো—'এরা সব ডাকাত, জুলুমবাজ।'

দেশের মানুষ বিশ্বাস করলো না। তারা এই ঘটনায় দুঃখ পেলো। বললো—'ওরা ওদের পাওনা খাজনা নেয়—ডাকাতি করে না।

facebook/@maktabatuttalamij

বাংলাদেশে যে সব ফকীর ছিলো, তারা ক্ষেপে গেলো। গোপনে বৈঠক করলো। কতদিন আর জুলুম সহ্য করা যায়। ঠিক হলো, মজনু শাহকে এ খবর পৌঁছাতে হবে।

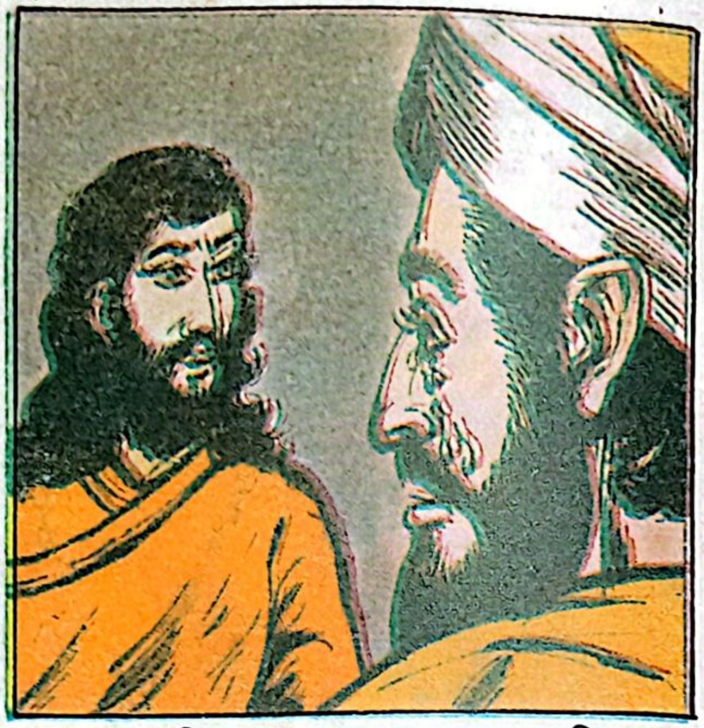

মজনু শাহ ফকীর হত্যার খবরে ক্ষেপে গেলেন। কি! এত বড় স্পর্ধা! নিহত ফকীরদের শোকে তাঁর দু'চোখে পানিতে ভরে এলো। তিনি আল্লাহ্‌র দরগাহে তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করলেন।

ঘটনাটা ঘটেছিলো রাজশাহীতে। মজনু শাহ নাটোরের রানী ভবানীকে লিখলেন—'কোম্পানী অকারণে আমার প্রায় দেড় শো ফকীরকে হত্যা করেছে। আমি জানতে চাই, তাদের অপরাধ কি?'

কিন্তু চিঠির কোন জবাব এলো না। মজনু শাহ শাগরিদদের ডাকলেন। বললেন—'বাংলাদেশ আজ বিদেশী বেদ্বীনের কবলে। তাদের জুলুম সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তোমরা তৈরি হও।'

facebook/@maktabatuttalamij

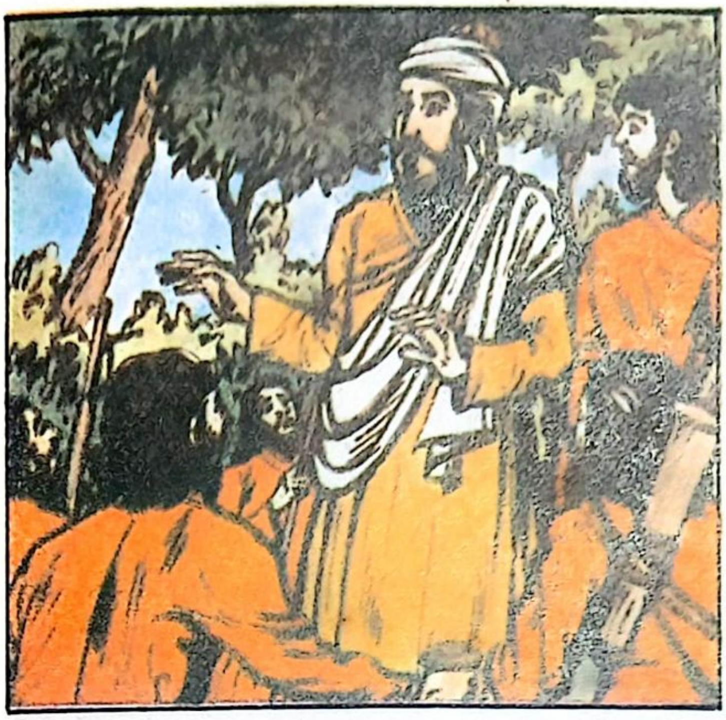

মজনু শাহের নেতৃত্বে গড়ে উঠলো ফকীর সেনার এক বিরাট বাহিনী। তাদের হাতে তীর-ধনুক তলোয়ার আর দেশী বন্দুক।

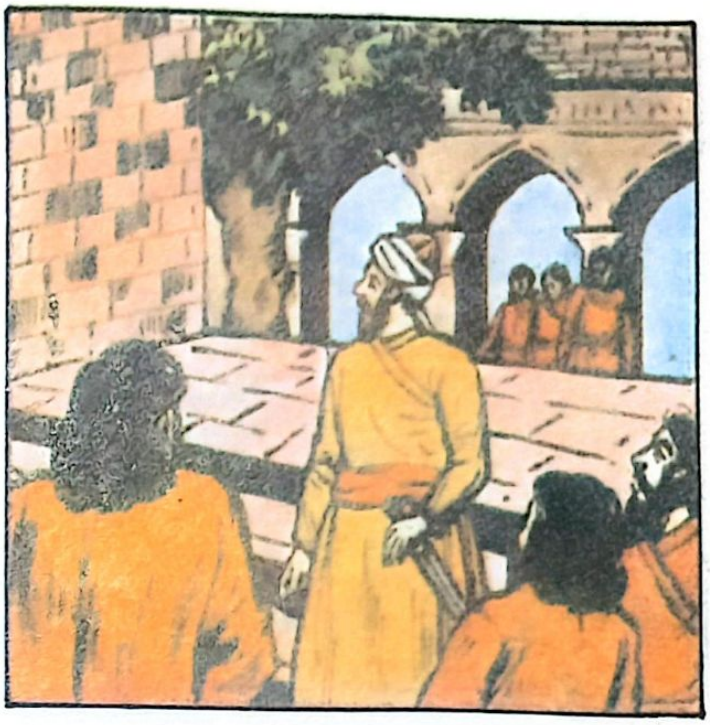

মজনু শাহ বগুড়ার মহাস্থানগড়ে একটা দুর্গ নির্মাণ করলেন। নাম মস্তানগড়। সেটা হলো আশ্রয় গ্রহণ ও অভিযান পরিচালনার কেন্দ্র।

ছদ্মবেশে মজনু শাহ গ্রামে গ্রামে ঘুরলেন। মানুষের মনের কথা জানলেন। তারা কেউ কোম্পানীর সাহেব আর জমিদারদের চায় না। শুনলেন তাদের কাহিনী।

মস্তানগড় দুর্গে বৈঠক বসলো। মজনু শাহ বললেন —'আমাদের এক নম্বর দুশমন ইংরেজ। দু' নম্বর হিন্দু জমিদার। ইংরেজ কুঠি হামলার মধ্য দিয়ে শুরু হবে আমাদের জয়যাত্রা।'

facebook/@maktabatuttalamij

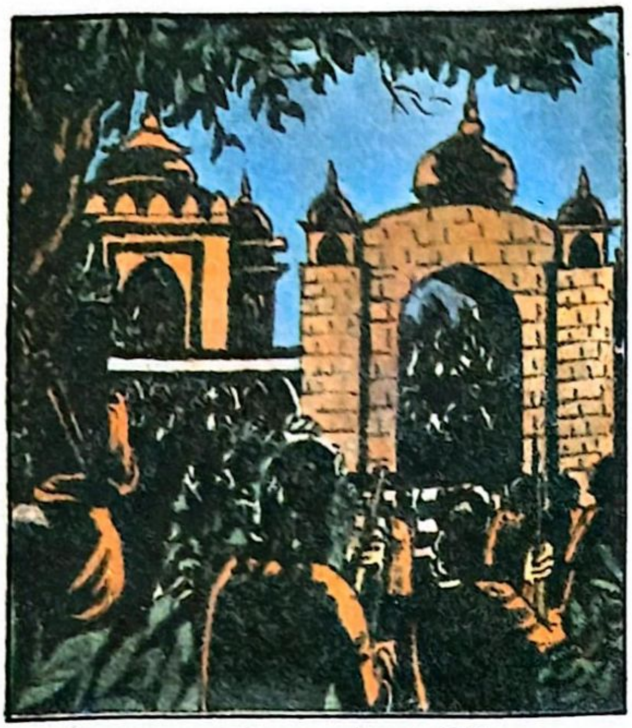

একদিন রাতের আঁধারে ফকীর বাহিনী আচম্‌কা আক্রমণ করলো ঢাকার ইংরেজ কুঠি (১৭৬৩ খৃঃ)। কুঠির ইংরেজ কর্মচারী লিসেস্টার পালিয়ে গেলেন। লুকালেন বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকায়।

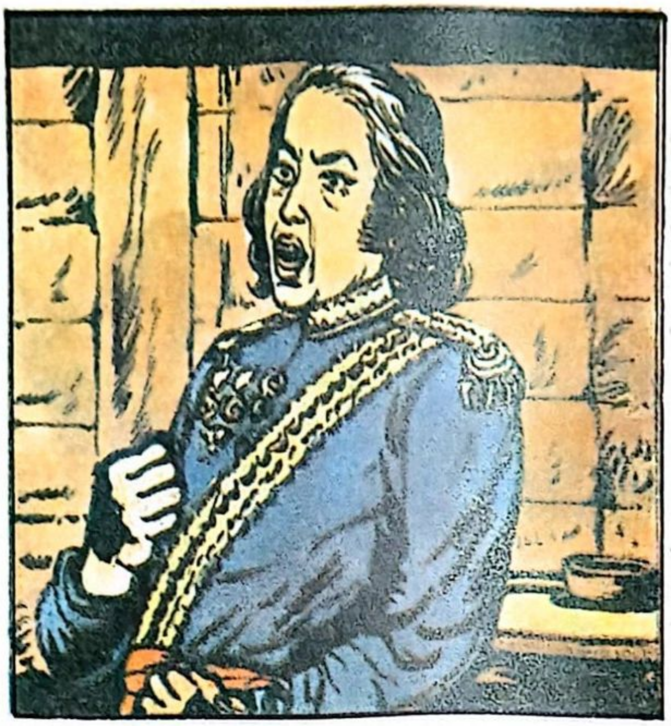

লর্ড ক্লাইভ তখন ইংরেজ কোম্পানীর গভর্নর। ঢাকার কুঠি লুণ্ঠন আর লিসেস্টারের পালানোর খবরে ক্ষেপে গেলেন। রাগে নিজের হাতে ঘুষি মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন—'কাপুরুষ'।

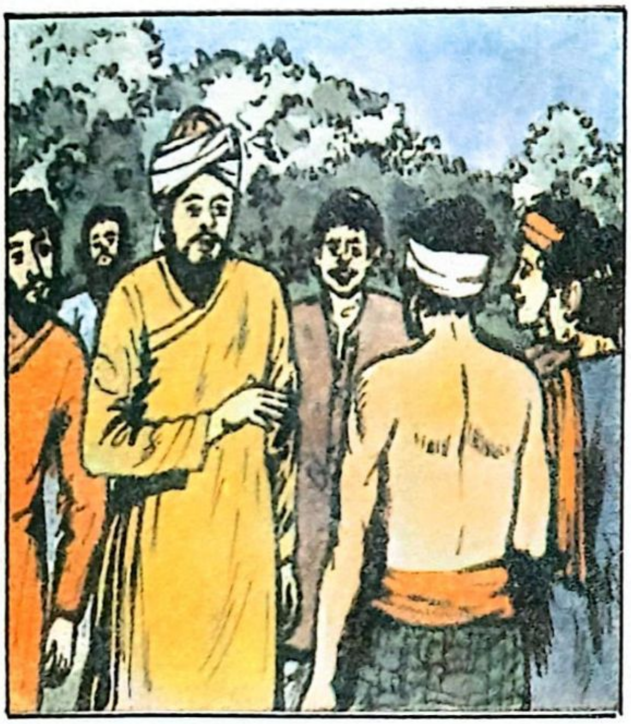

কুঠি লুণ্ঠনের খবরে দেশের মানুষ খুশী হলো। তারা ফকীরদের মনে মনে মুবারকবাদ জানালো। তাদের সাফল্য কামনা করলো।

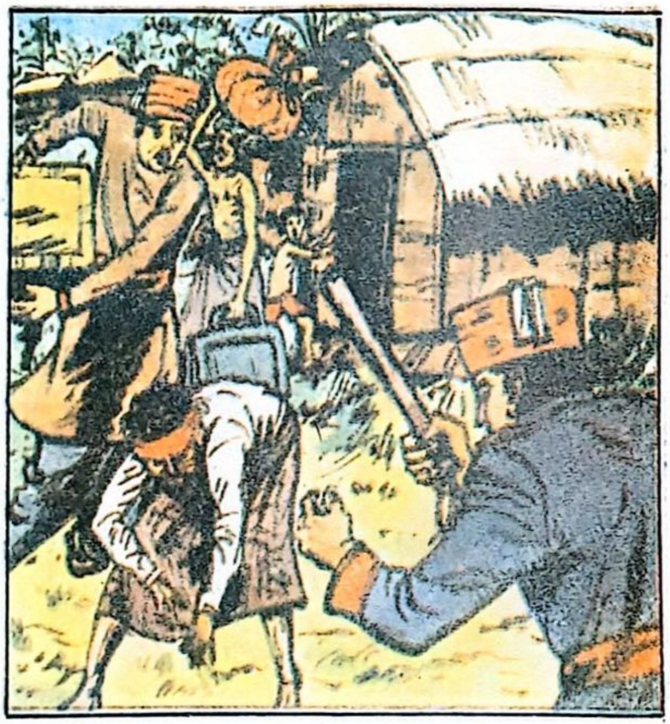

এদিকে নিরীহ প্রজাদের ওপর জুলুম বেড়ে গেলো। জমিদারের পাইক-পেয়াদারা প্রজাদের ঘরের আসবাবপত্র লুট করে নিতে লাগলো।

facebook/@maktabatuttalamij

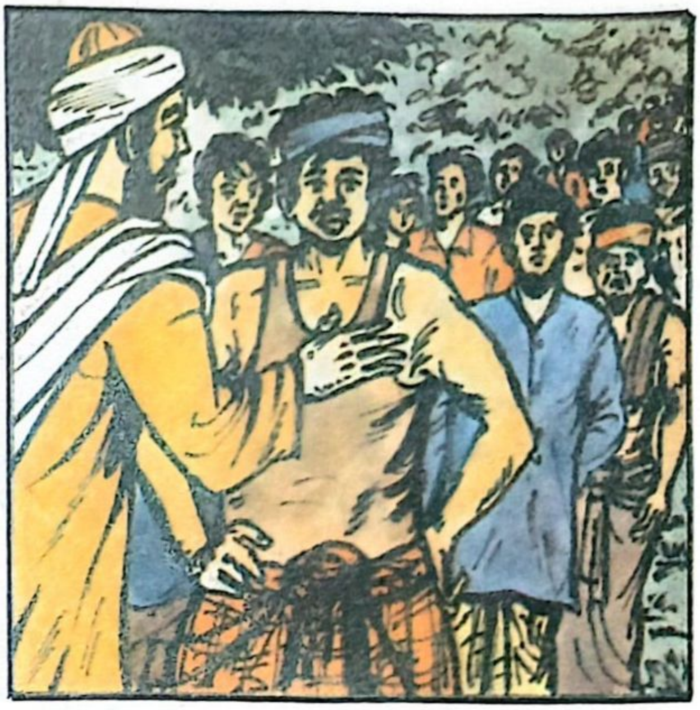

একদল সন্ন্যাসী মহাজন ডাকাতি করতো। ডাকাতি করা টাকা গরীব চাষীদের কাছে সুদে খাটাতো। টাকা দিতে না পারলে তারাও জুলুম করতো।

গ্রামের লোক দল বেঁধে মজনু শাহের কাছে গেলো। নিজেদের দুঃখের কথা জানালো। বললো—'জালিম জমিদার মহাজনদের হাত থেকে বাঁচান।'

মজনু শাহ তাঁর প্রধান শাগরিদ মূসা শাহকে ডেকে বললেন—'এখন থেকে তোমার আর আমার লক্ষ্য হলো—'ইংরেজ কুঠি।'

অপর দুই শাগরিদ পরাগ আলী আর চেরাগ আলী শাহকে বললেন—'তোমাদের লক্ষ্য হবে গরীবের রক্ত শোষণকারী ঐ হিন্দু জমিদার।

facebook/@maktabatuttalamij

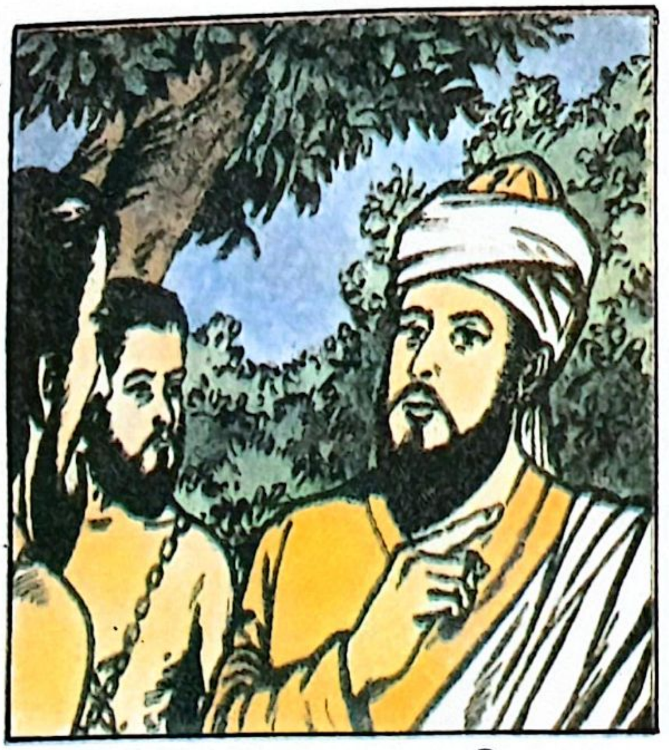

শাগরিদ সোবহান শাহ আর করীম শাহকে বললেন—'আর তোমাদের লক্ষ্য হবে, ঐ সুদখোর মহাজন। কিন্তু সাবধান! নিরীহ মানুষের প্রতি জুলুম করবে না।' শুরু হলো ত্রিমুখী অভিযান।

কোম্পানী ফকীর বাহিনীর বিরুদ্ধে সেনাপতি লেঃ কীথকে পাঠালো। লেঃ কীথ লড়াইয়ে নিহত হলেন। তাদের অস্ত্রপাতি মজনু শাহের দখলে এলো।

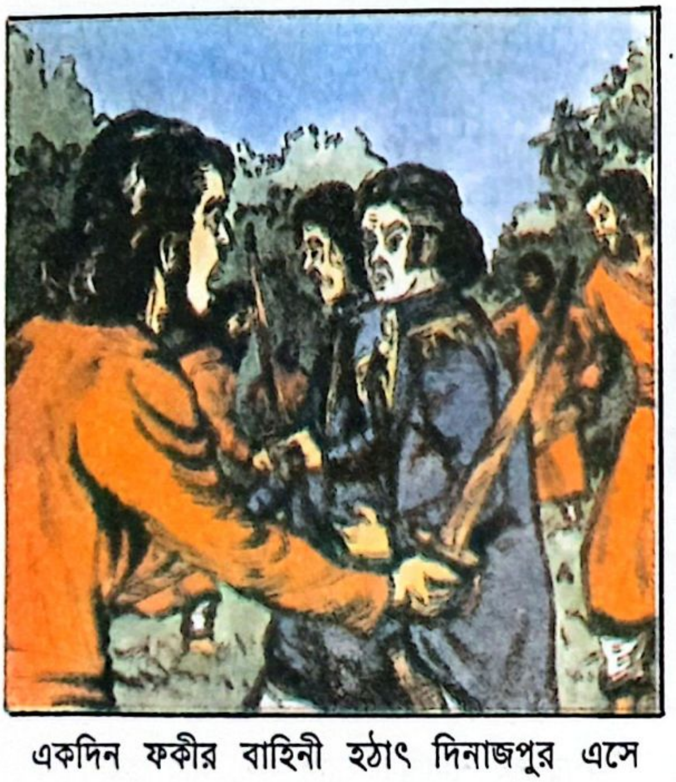

একদিন ফকীর বাহিনী হঠাৎ দিনাজপুর এসে হাযির। খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে এলেন লেঃ টেইলর আর লেঃ ফেলথাম। ঘিরে ফেললেন ফকীর বাহিনীকে।

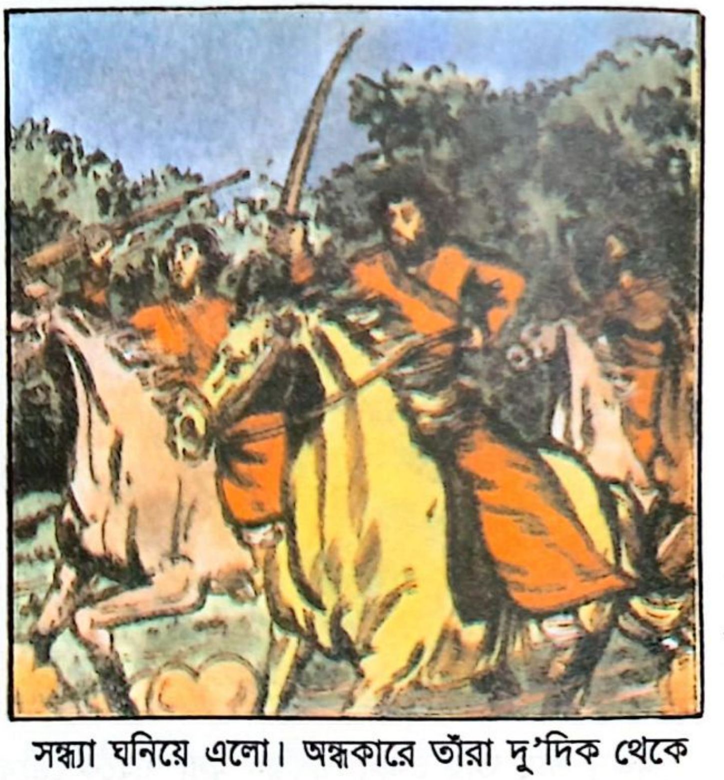

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। অন্ধকারে তাঁরা দু'দিক থেকে ফকীরদের আক্রমণ করলেন। মজনু শাহ তৈরি ছিলেন। তিনি তাঁর বাহিনীসহ হাওয়ার বেগে উধাও হয়ে গেলেন।

facebook/@maktabatuttalamij

বড়লাট হেস্টিংস গালে হাত দিয়ে ভাবেন, চার ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়েও দুজন সেনাধ্যক্ষ হার মানলো! আশ্চর্য! কা'রা এই ফকীর? কে এদের নেতা?

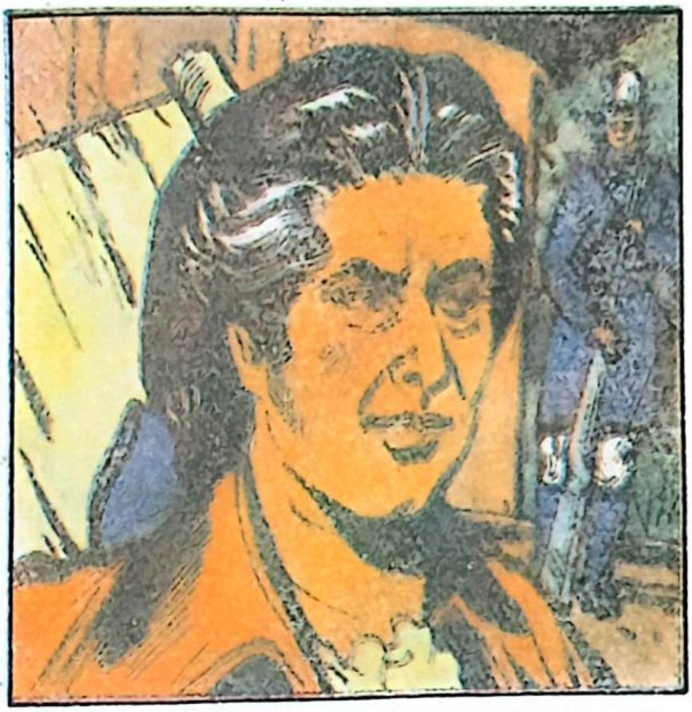

খোঁজ নিয়ে জানলেন, এদের বাড়ি–ঘর নেই। এরা তীর্থ–পথিক। মজনু শাহ এদের নেতা। ঘোড়ার পিঠে রাজকীয় চাল–চলন। আগে পিছে সশস্ত্র বরকন্দাজ।

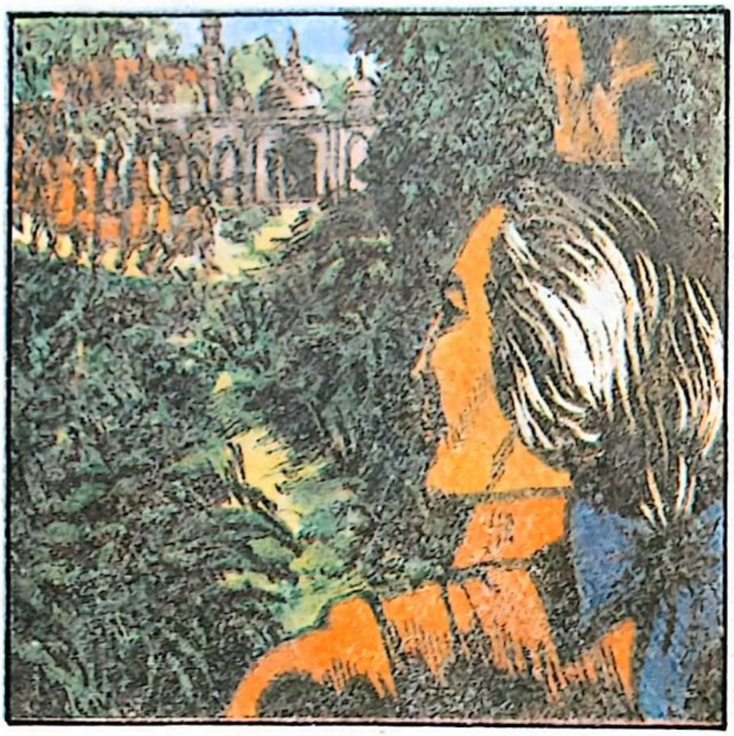

কোম্পানীর কালেক্টর মিঃ গ্লাডউইন একদিন দূর থেকে দেখলেন, মজনু শাহ দলবল নিয়ে মস্তানগড় মসজিদে ঢুকছেন।

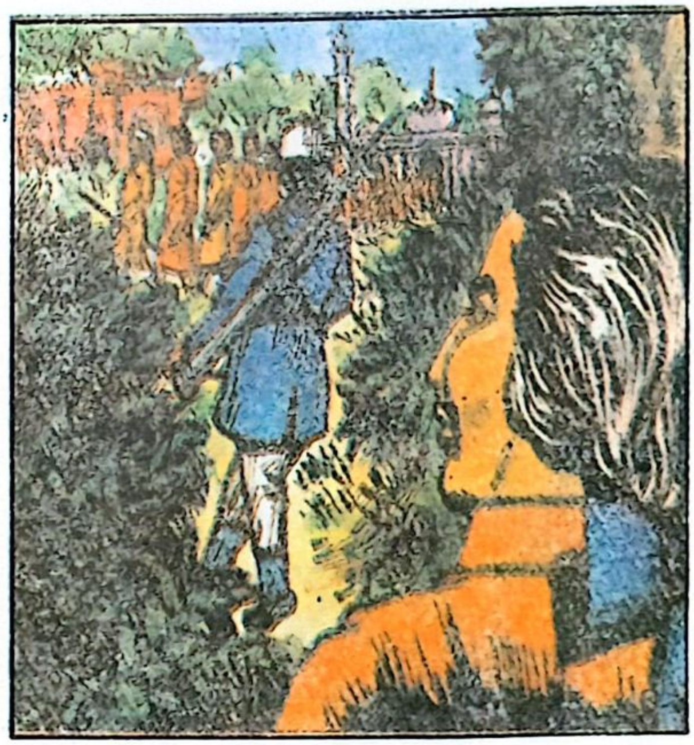

দেখে ভয় পেলেন। একজন চর পাঠালেন। বললেন —'জেনে এসো ওদের এখানে আসার মতলবটা কি?'

facebook/@maktabatuttalamij

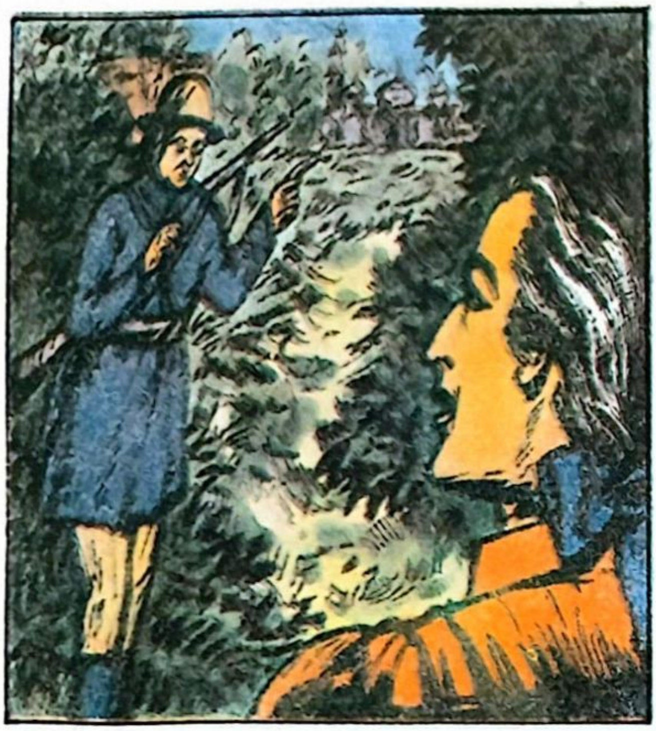

ইংরেজ চর ফিরে এসে জানালো— 'ওরা মস্তানগড়ের মেলায় এসেছে। কি একটা কাজ আছে। কাজ শেষ হলে চলে যাবে।'

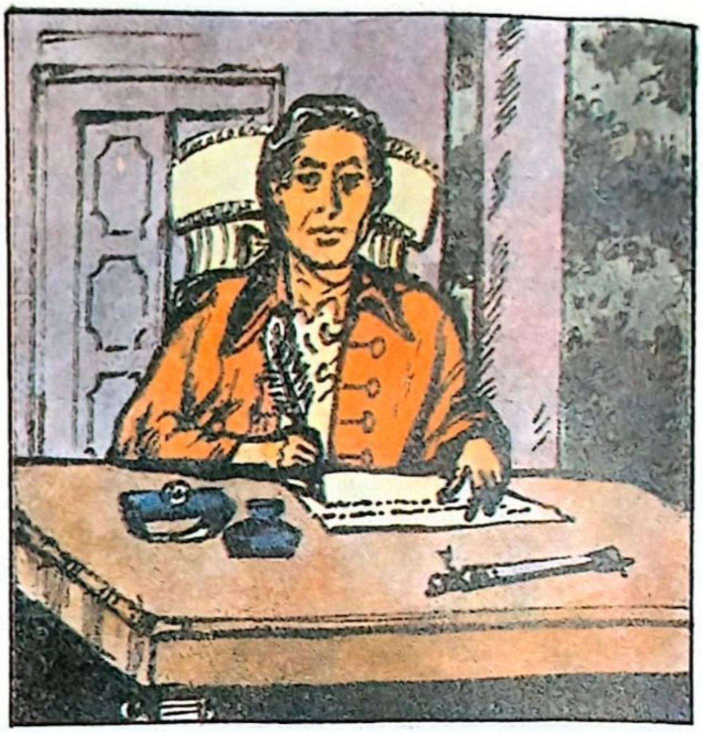

তবু ভয় গেলো না। কি কাজ? হেড কোয়ার্টারে পাঁচশো সৈন্য চেয়ে পাঠালেন। জবাব এলো অত সৈন্য এখন নেই।

গ্লাডউইন তখন মজনু শাহকে লিখলেন— 'মেহেরবানী করে আপনার সঙ্গীদের এই এলাকা থেকে সরিয়ে নিলে খুশী হব।"

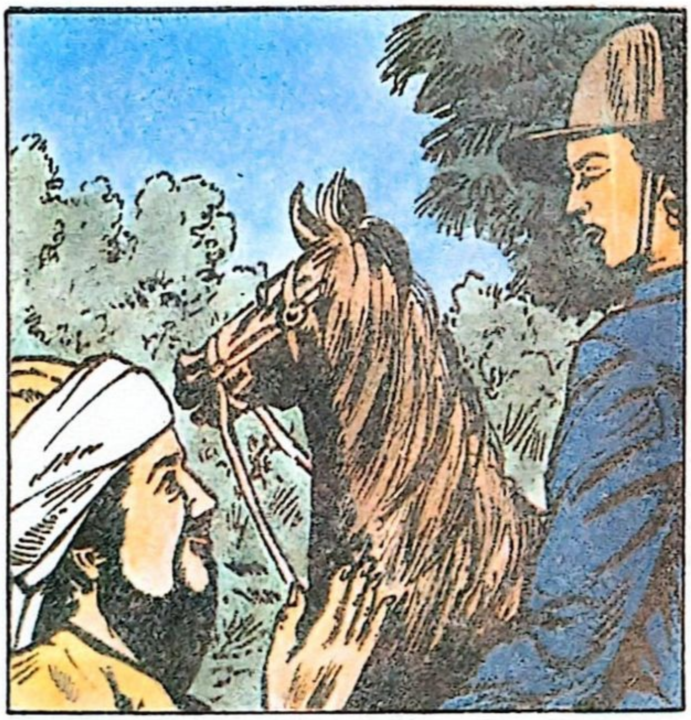

মজনু শাহ চিঠি পড়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। পত্র-বাহককে বললেন— 'বলো গে ভয়ের কিছুই নেই। আমরা মেলায় এসেছি।'

facebook/@maktabatuttalamij

মজনু শাহের দল এখন গ্রামে–গঞ্জে লুকিয়ে থাকে। জমিদারের লোক খাজনা আদায়ে এলেই আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা মার খেয়ে পালিয়ে যায়।

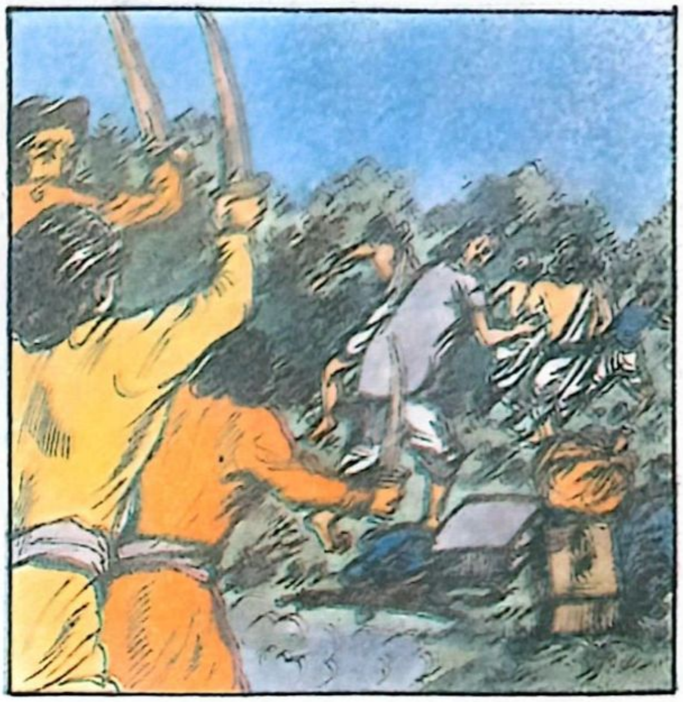

সুদখোর সন্ন্যাসী মহাজনেরা সুদের টাকা না পেয়ে মাল–পত্তর লুট করতে গেলেই কোথা থেকে ফকীররা বাঘের মত তাদের ঘাড়ে এসে পড়ে।

খাজনা আদায় বন্ধ! সুদখোরদের টাকা আদায় বন্ধ। ইংরেজরা ভীত–সন্ত্রস্ত। এমনি সময় গোপনে একদিন মজনু শাহ কানপুর চলে গেলেন।

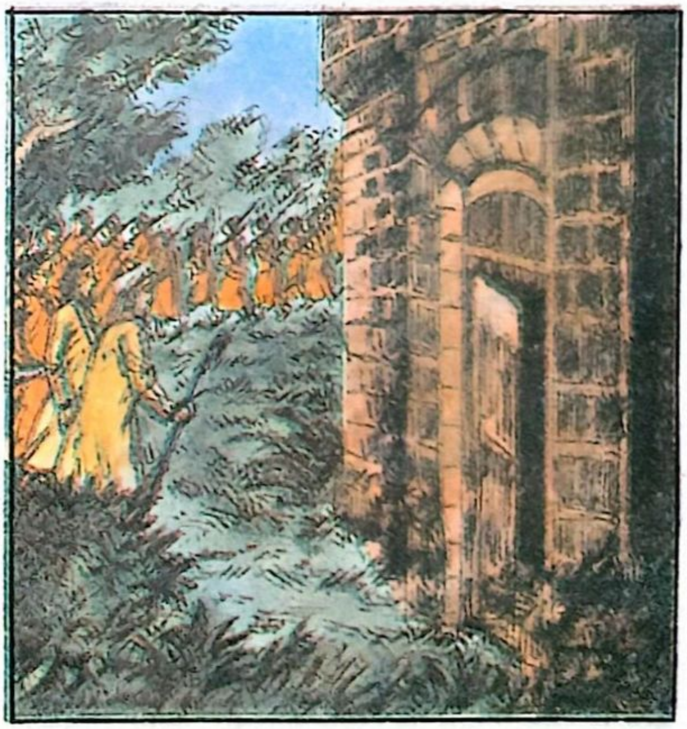

বছর কেটে গেল। মজনু শাহের খবর নেই। জমিদার মহাজনের উৎপাত আবার শুরু হলো। মজনু শাহ হঠাৎ একদিন এসে হাযির। সঙ্গে এবার দুহাজার বন্দুকধারী ফকীর।

facebook/@maktabatuttalamij

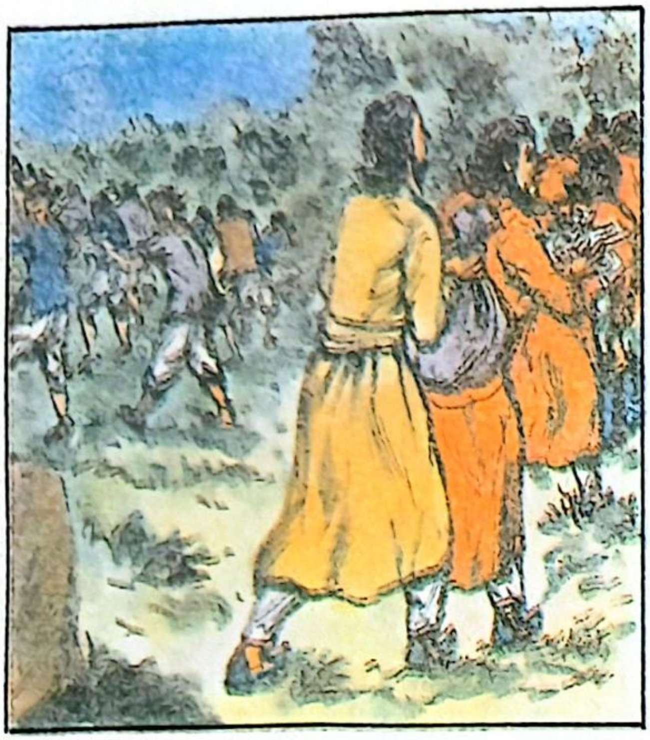

ফকীর সেনারা পরগনার কাচারী বাড়ির কাছে পৌঁছতেই কাচারীর লোকেরা টাকা-কড়ি ফেলে পালালো। ফকীররা টাকাকড়ি নিয়ে গেলো।

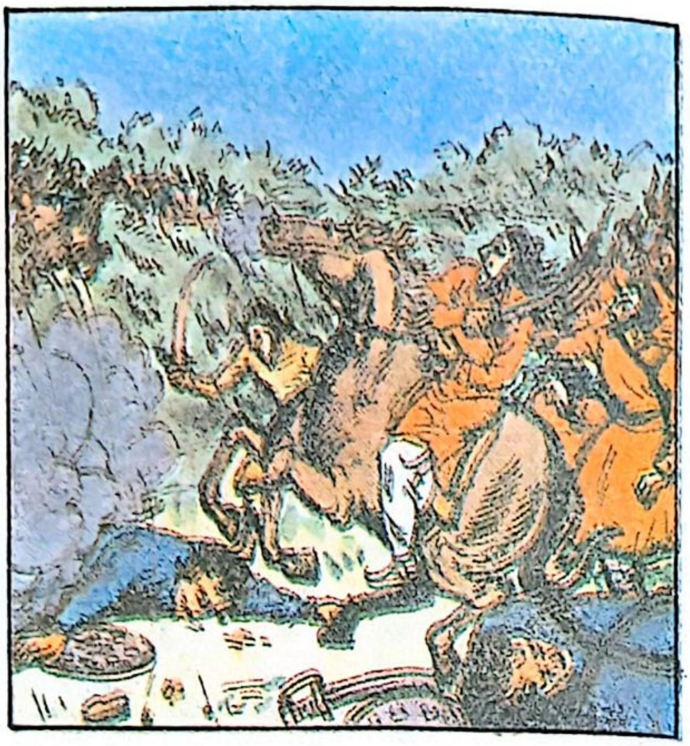

কোম্পানী এবার ক্যাপ্টেন টমাসকে পাঠালো। মজনুর দলের সাথে হলো মুখোমুখি লড়াই। ক্যাপ্টেন টমাস কয়েকজন সৈন্যসহ নিহত হলেন।

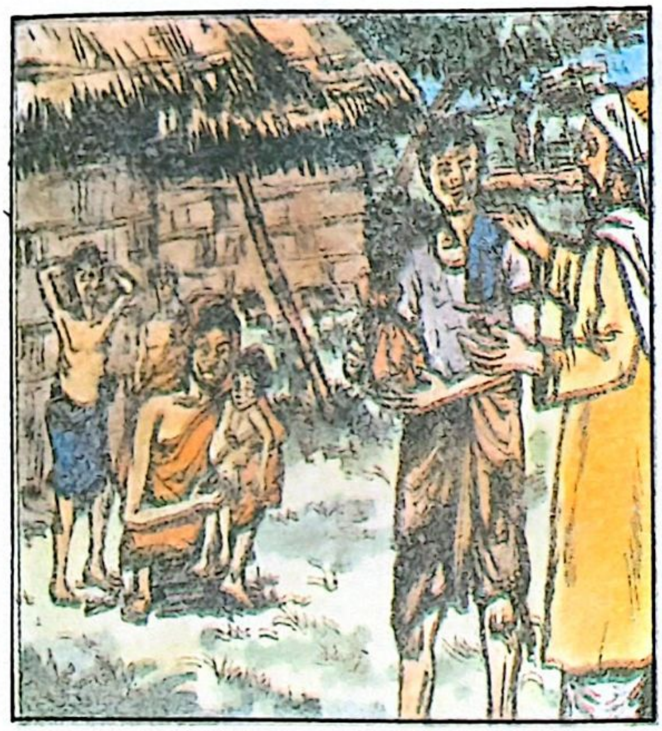

জমিদার মহাজনদের জুলুমে যারা সর্বহারা নিঃস্ব হয়ে গেছে, মজনু শাহ তাদের টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করলেন।

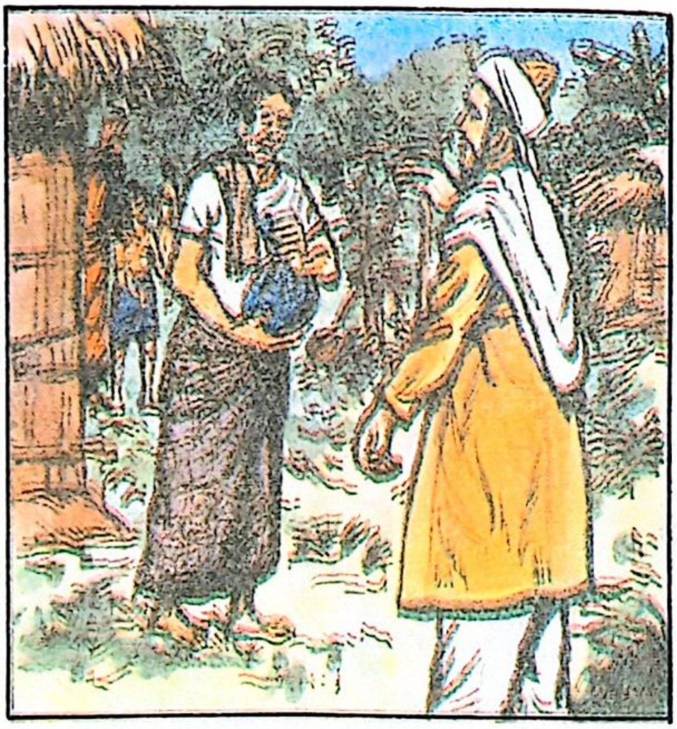

দরিদ্র পিতা। টাকার অভাবে যারা কন্যার বিয়ে দিতে পারছে না, মজনু শাহ তাদের টাকা কড়ি দিয়ে সাহায্য করলেন।

facebook/@maktabatuttalamij

গরীব বুড়ি। স্বামী নেই। সন্তান নেই। অসুখে শয্যাশায়ী। সন্তানের মত মজনু শাহ এলেন। তাকে দেখলেন। সেবা করলেন। মজনু শাহ দুষ্টের দুশমন —শিষ্টের বন্ধু।

কোম্পানীর সাহেবরা জমিদারদের ডেকে ধমক দিলো—'টোমরা কোনো বোলিটে পার না, লোকে কেনো টাহাডের ভালোবাসে? কেনো টাহাডের কঠা বোলিটে চাহে না?

ফকীরদের গতিবিধির খবর পেয়ে লেঃ উইলিয়াম চার কোম্পানী সৈন্য নিয়ে এলাকাটা ঘিরে ফেললেন। কিন্তু মজনু শাহ আগেই উধাও। উইলিয়াম মনের দুঃখে ফিরে গেলেন।

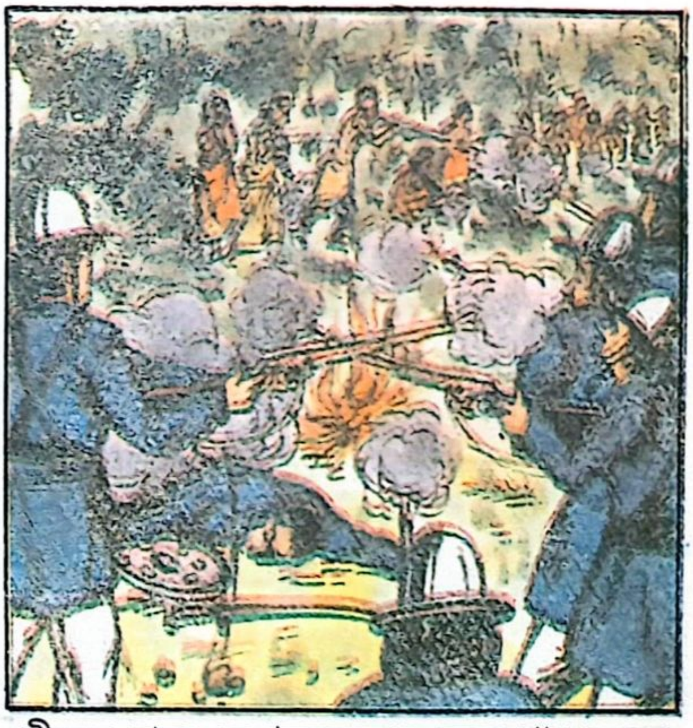

শীতের রাত। জংগলের মধ্যে মজনু শাহ দলবল নিয়ে আগুন তাপাচ্ছেন। সেনাপতি রবার্টসন হঠাৎ সিপাই দিয়ে ঘিরে ফেললেন। প্রচণ্ড গোলাগুলীর মধ্যেও তারা পালালো। রবার্টসন হলেন জখম।

facebook/@maktabatuttalamij

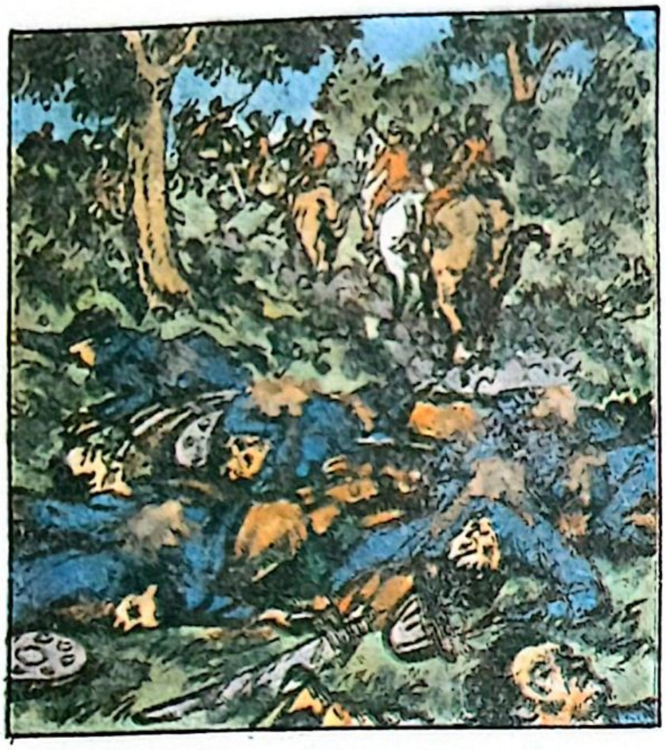

এবার ময়মনসিংহে ফকীর বাহিনীর আবির্ভাব হলো। কোম্পানীর এক জমাদার হঠাৎ একদিন তাদের আক্রমণ করলো। সিপাইদের খুন-জখম করে ফকীর বাহিনী পালালো।

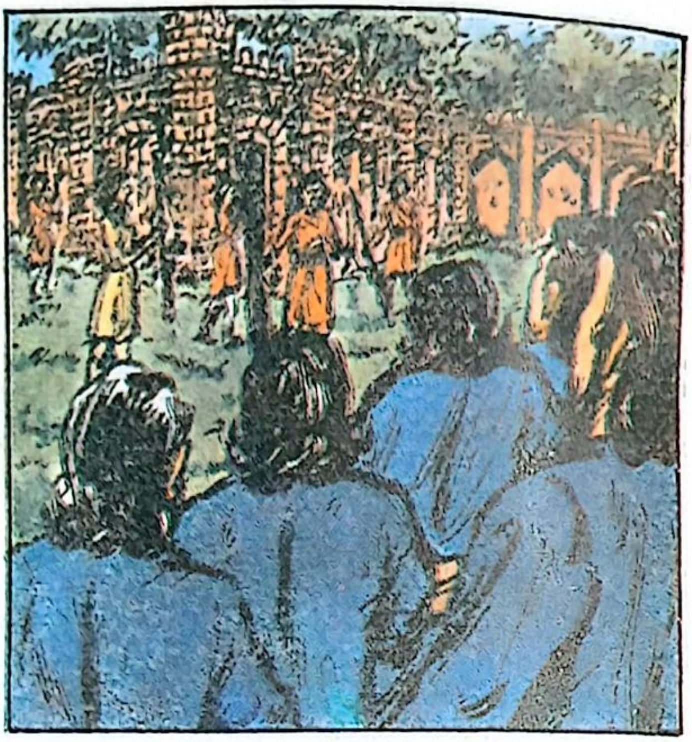

লেঃ ক্রো পাঁচজন সিপাইকে ফকীরের ছদ্মবেশে মজনুর শিবিরে পাঠালেন। বললেন—'দেখে এসো ওদের সংখ্যা কত। আর কত তাদের অস্ত্রশস্ত্র।'

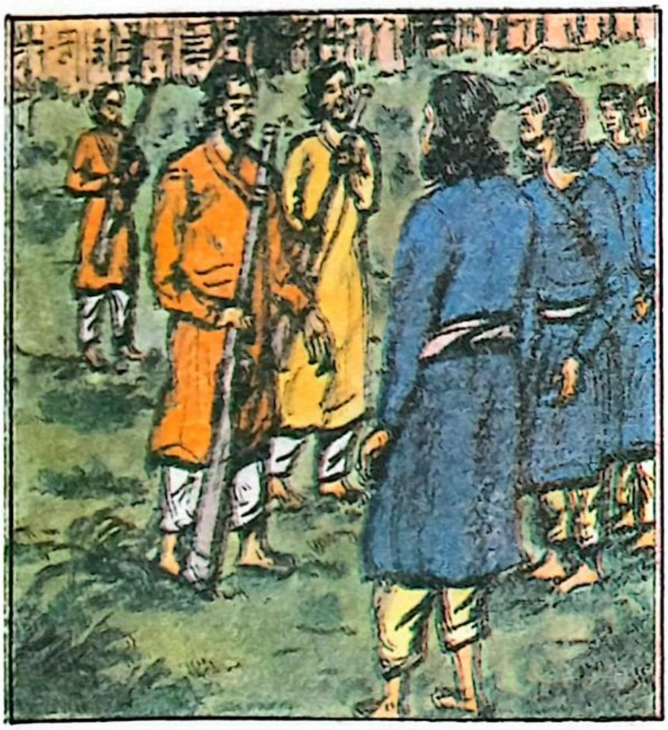

ছদ্মবেশী সিপাইরা শিবিরে যেতেই মজনুর প্রহরীরা পরিচয় চাইলো—'কে তোমরা? কাকে চাই? কোথা থেকে আসছো?'

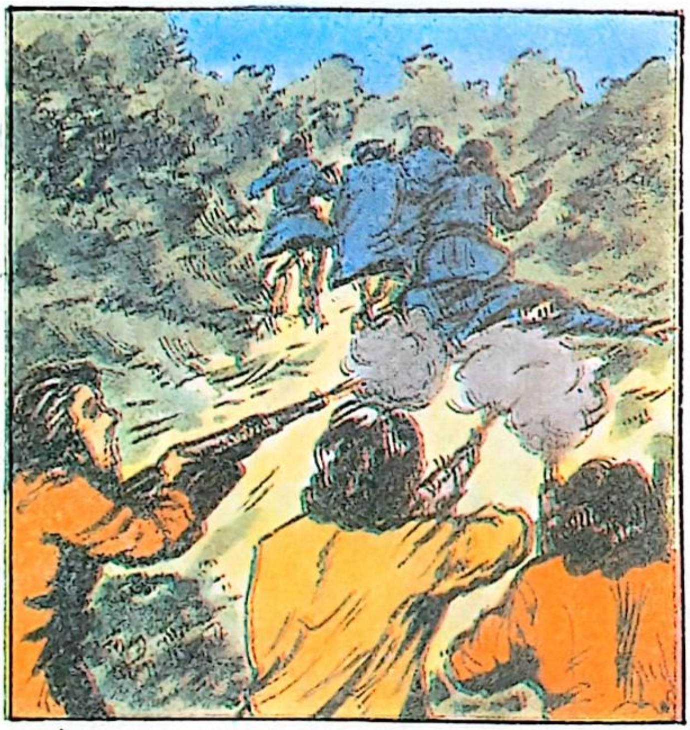

সঠিক জবাব দিতে না পেরে পালাতে গেল। প্রহরীরা গুলী ছুঁড়তেই আড়াল থেকে ক্রো পাল্টা গুলী ছুঁড়লেন। একজন ছদ্মবেশী ফকীর মারা যেতেই ক্রো পালালেন।

facebook/@maktabatuttalamij

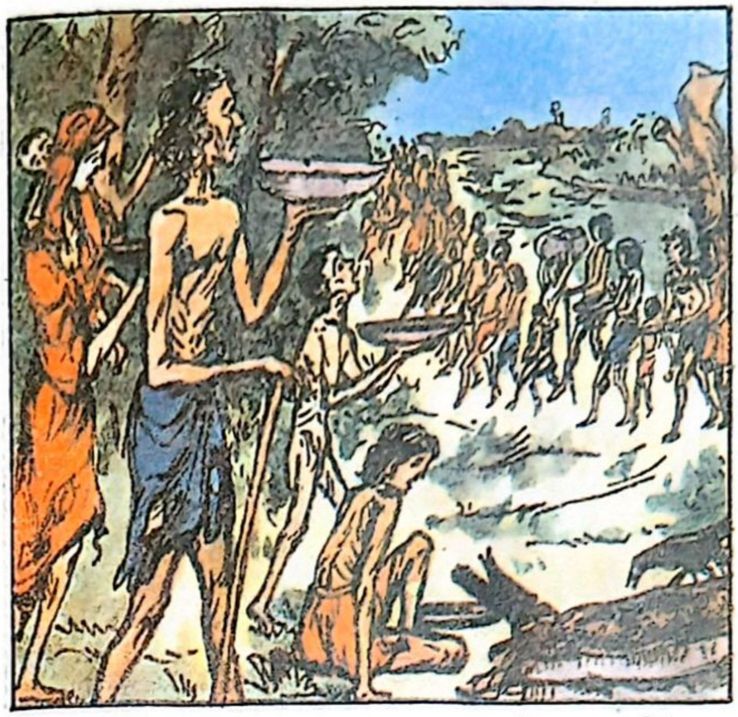

এই রকম অবস্থায় দেশে দেখা দিলো দুর্ভিক্ষ। এটাই ছিয়াত্তরের সেই ভয়াবহ মন্বন্তর। ভিক্ষার পাত্র হাতে পথে পথে বেরুলো কংকালসার মানুষের মিছিল।

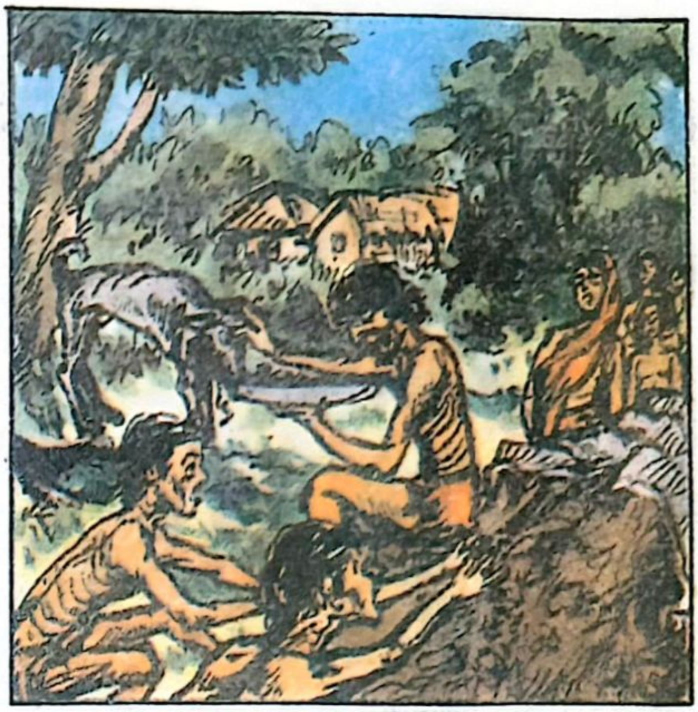

ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ কাক আর কুকুরের সাথে আবর্জনা থেকে পচা খাবার কুড়িয়ে খেতে লাগলো। অনেকে ধনীদের দ্বারে দ্বারে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো।

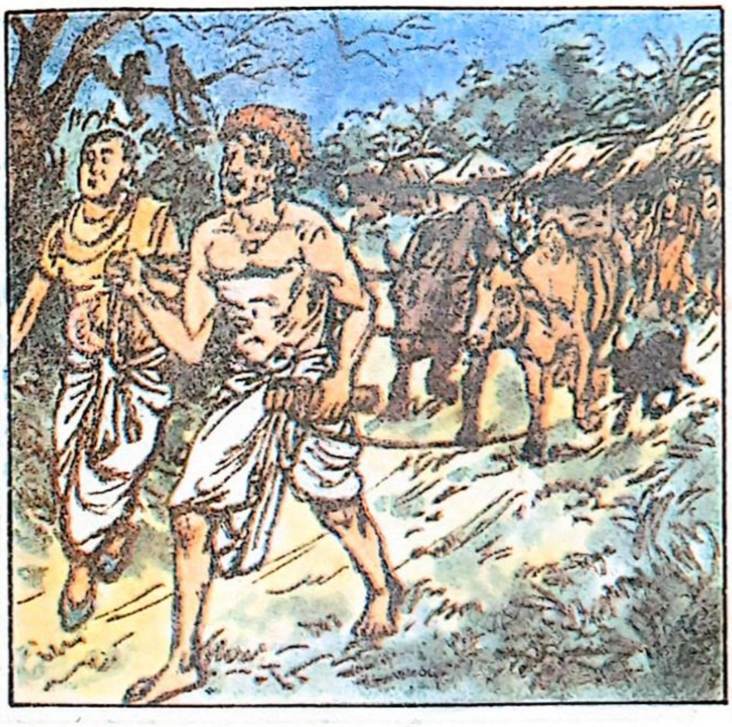

যাদের ঘরে কিছু খাবার ছিল, তাদের খাবারও একদিন ফুরিয়ে গেলো। থালা-ঘটি-বাটি বিক্রি করে শেষে তারা ছাগল গরুও বেচতে লাগলো।

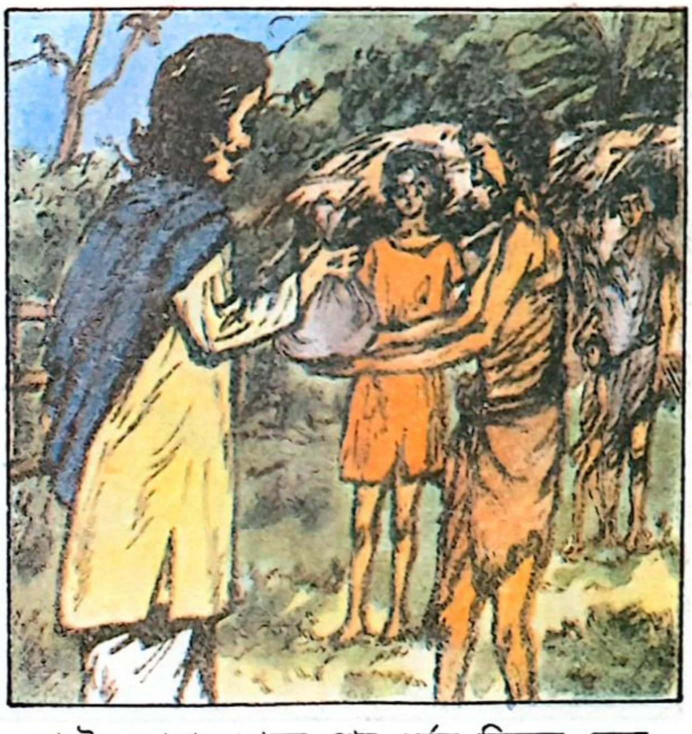

পেটের জ্বালায় মানুষ শেষ পর্যন্ত নিজের ছেলে-মেয়ে বেচতে শুরু করলো। তারপর আর কেনার লোকও নেই।

facebook/@maktabatuttalamij

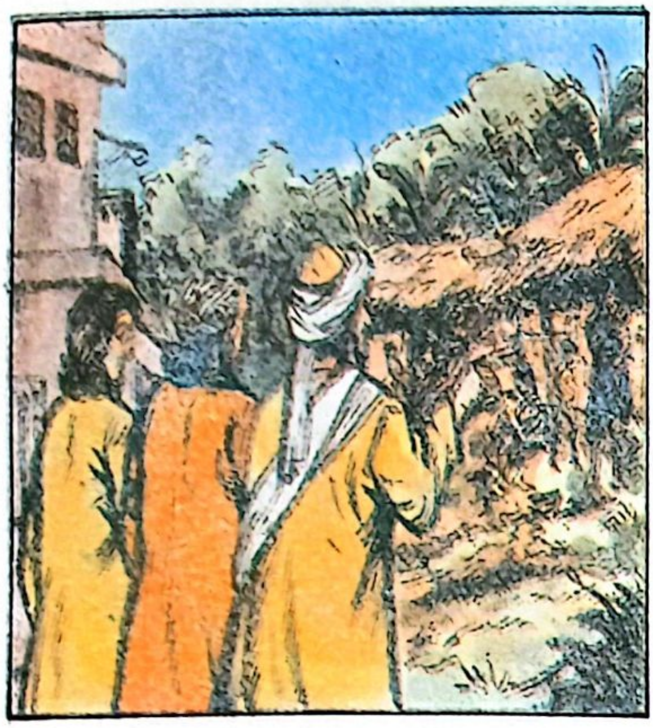

মজনু শাহ অসহায় মানুষগুলোকে দেখলেন। দেখলেন ধনীদের বিলাস।' সঙ্গীদের বললেন— 'এদের বাঁচানো ফরয।'

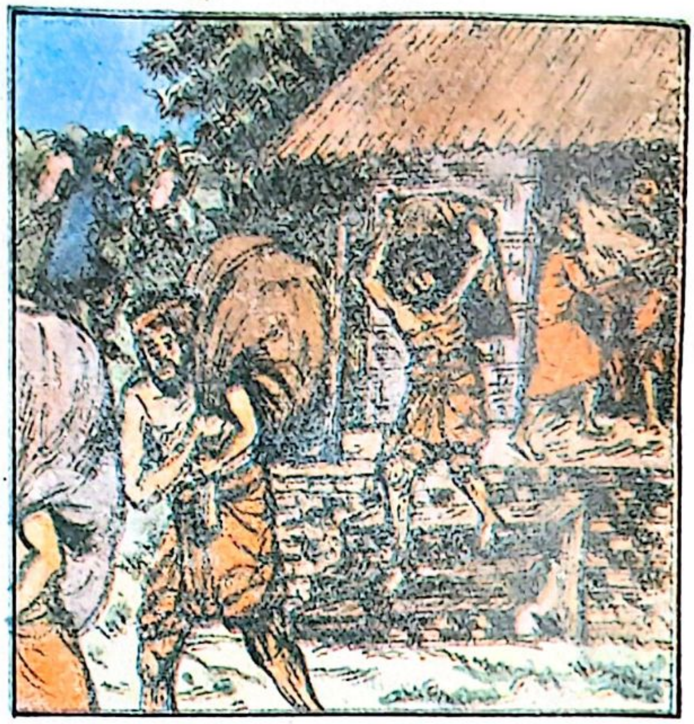

হাটে-বাজারে ফকীররা হানা দিলো। আড়তদার মহাজনরা গদী ছেড়ে পালালো। তারা লুট করে আনলো চাল-ডাল-বস্ত্র।

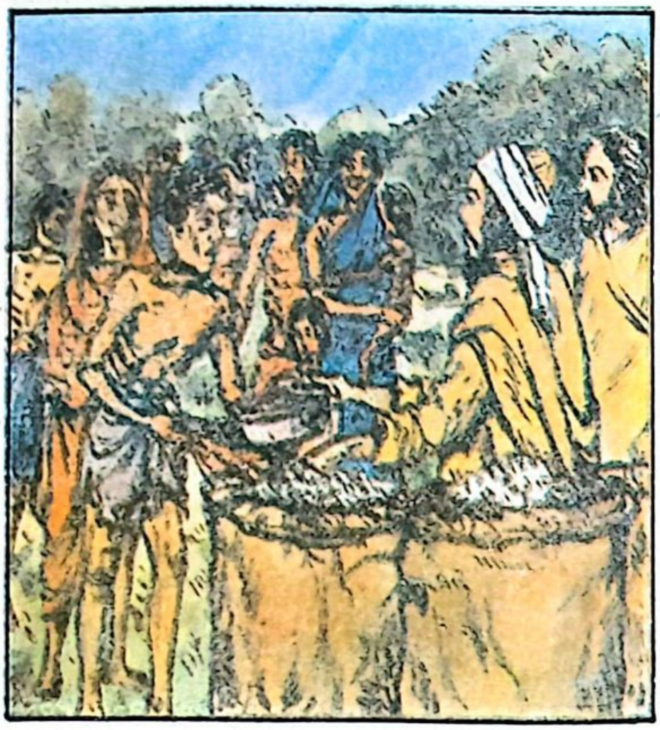

মজনু শাহ ক্ষুধার্ত মানুষদের মধ্যে বিলি করে দিলেন সেই চাল আর ডাল।

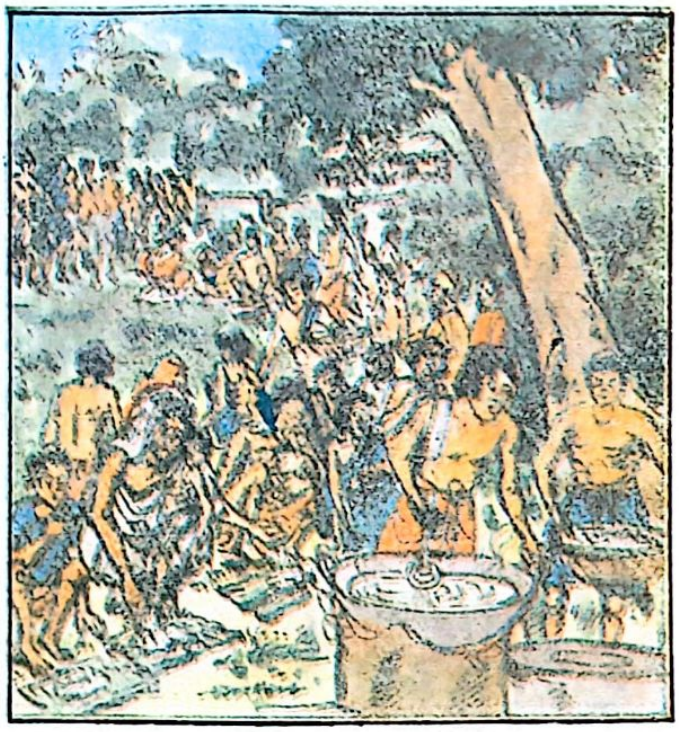

লংগরখানা খুললেন। খিঁচুড়ি পাকিয়ে খাওয়ালেন ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে।

facebook/@maktabatuttalamij

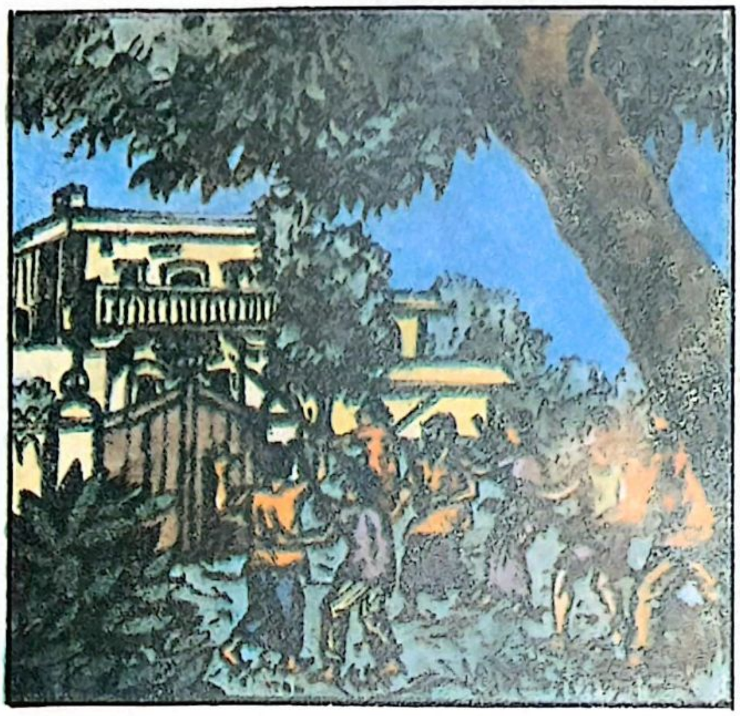

ক্ষুধার্ত যুবকের দল একদিন ঘেরাও করলো জমিদারের কাচারী। বললো—'খেতে দাও। না দিলে এখান থেকে যাবো না।'

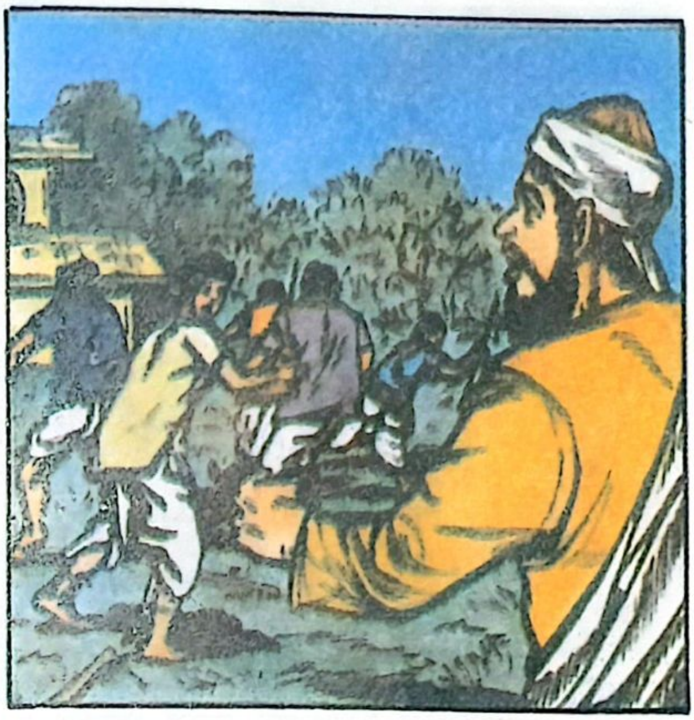

জমিদারের পাইক-পেয়াদা লাঠি-সোটা নিয়ে তেড়ে এলো। হঠাৎ মজনু শাহ এসে হাযির। লাঠি ফেলে তারা উল্টো দৌড় দিলো।

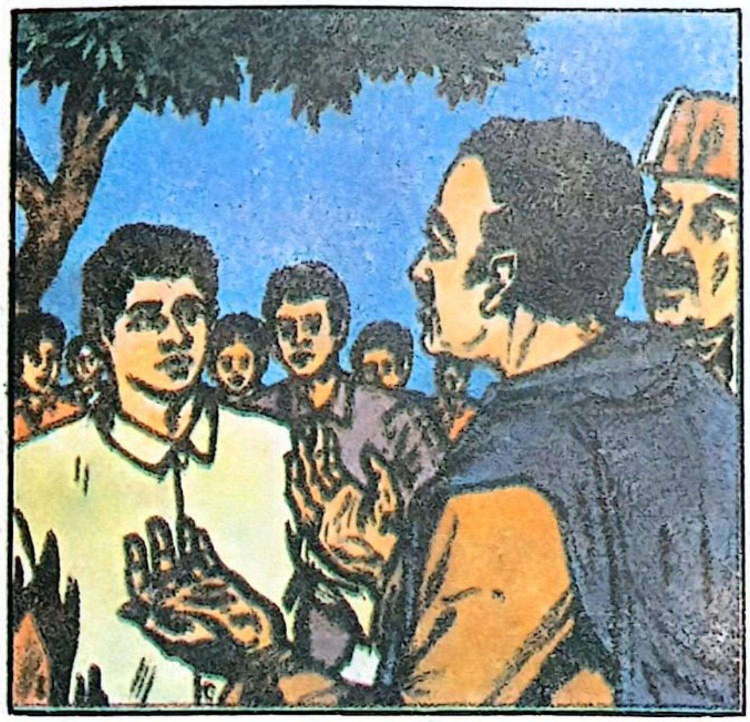

কোম্পানীর দালালরা এবার যুবকদের দলে ভেড়াতে চাইলো। বললো—'তোমরা সেনাদলে নাম লেখাও। খাওয়া-পরা সব পাবে।'

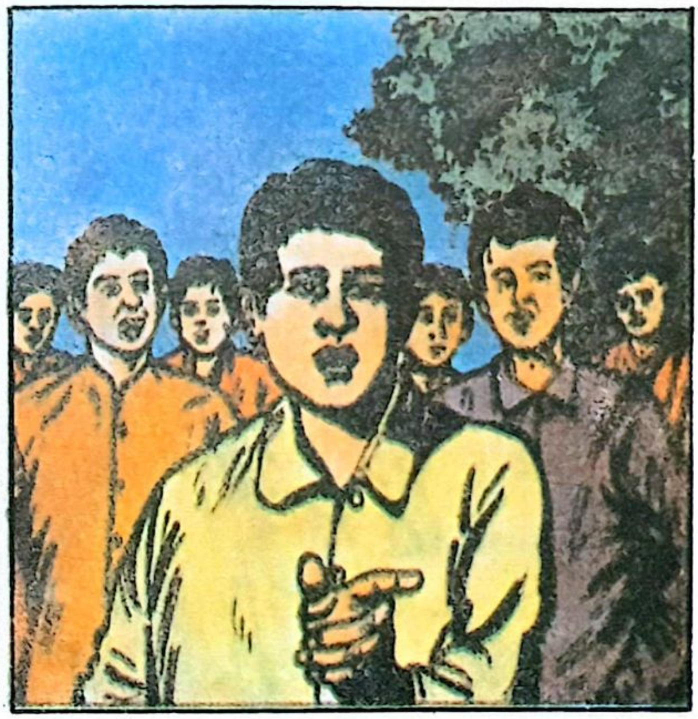

যুবকরা জবাব দিলো—'না খেয়ে মরে যাবো সেও ভালো, তবু বিদেশী কোম্পানীর গোলামি করবো না।'

facebook/@maktabatuttalamij

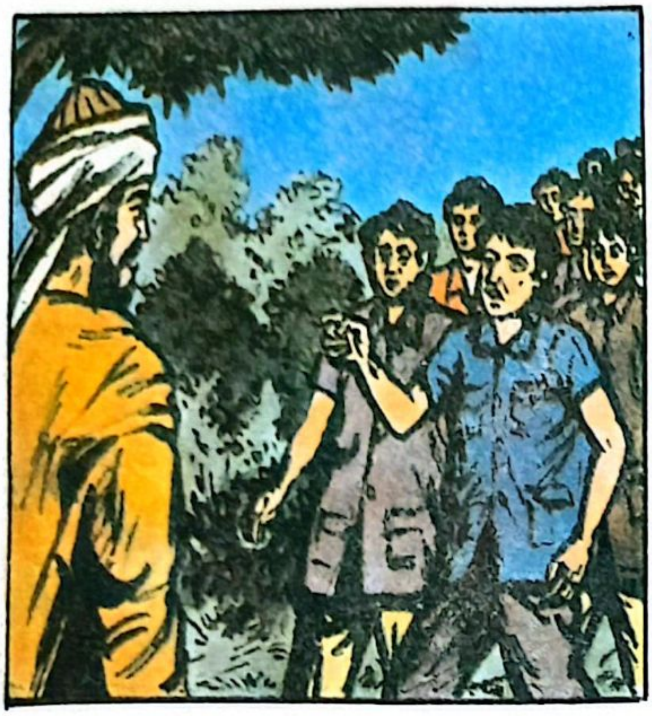

তারা দল বেঁধে মজনু শাহের কাছে গিয়ে বললো—'মস্তানজী। কোম্পানী আমাদের লোভ দেখিয়ে গোলাম বানাতে চাইছে।'

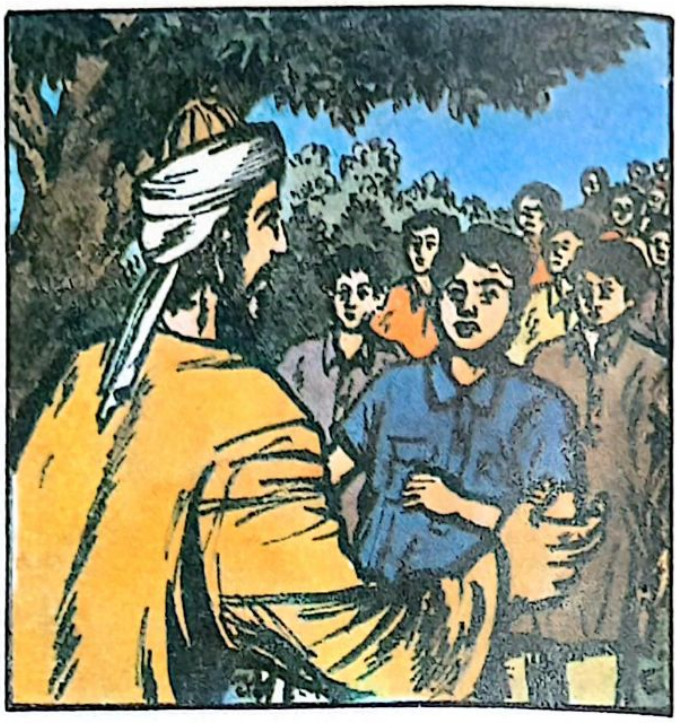

মজনু শাহ বললেন—'গোলামির চেয়ে শহীদী দরজা অনেক বড় জেনো। এসো, শহীদী জামাতে শামিল হয়ে যাও।'

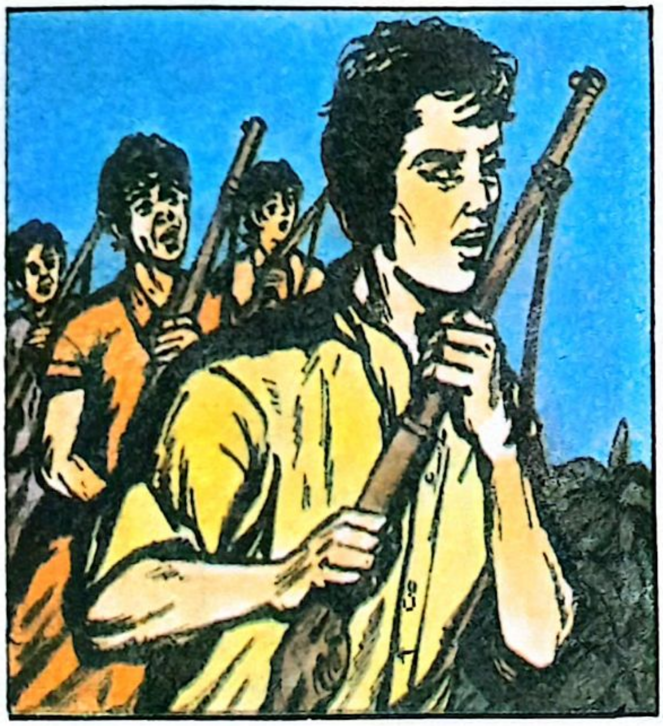

দেশের দামাল ছেলেরা ফকীরদের দলে ভিড়ে গেলো। তারাও অস্ত্র ধরতে শিখলো। তাদের ওস্তাদ এখন মজনু শাহ।

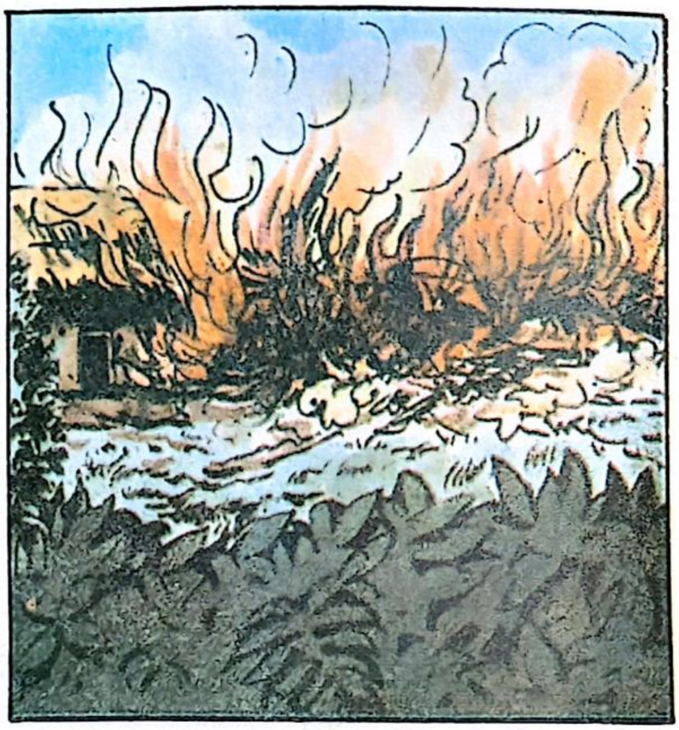

কোম্পানীর সাহেব ও জমিদাররা ক্ষেপে গেলো। তারা খাজনা না পেয়ে এদের বাড়িঘরে আগুন লাগালো।

facebook/@maktabatuttalamij

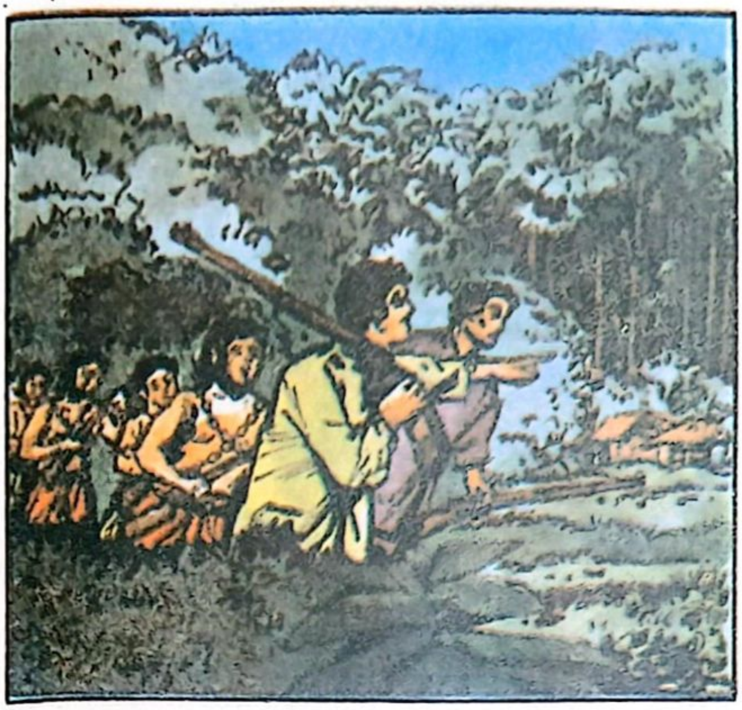

মজনু শাহের দল এখন অনেক ভারী। জামালপুর আর মধুপুরের জংগলে তৈরি করলেন দুটো গোপন ঘাঁটি।

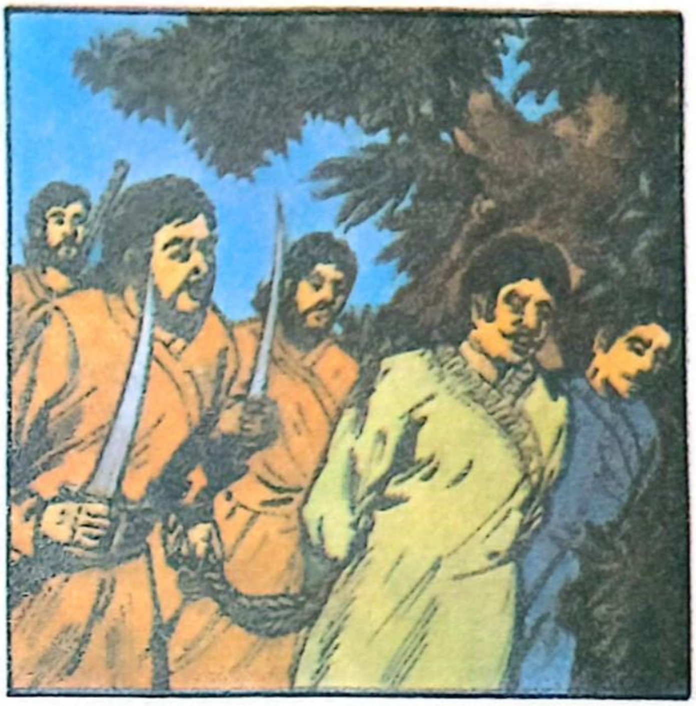

শেরপুরের দুজন অত্যাচারী জমিদারকে একদিন ফকীররা ধরে নিয়ে গেল। পরে মুক্তিপণ দিয়ে তারা ছাড়া পেলো।

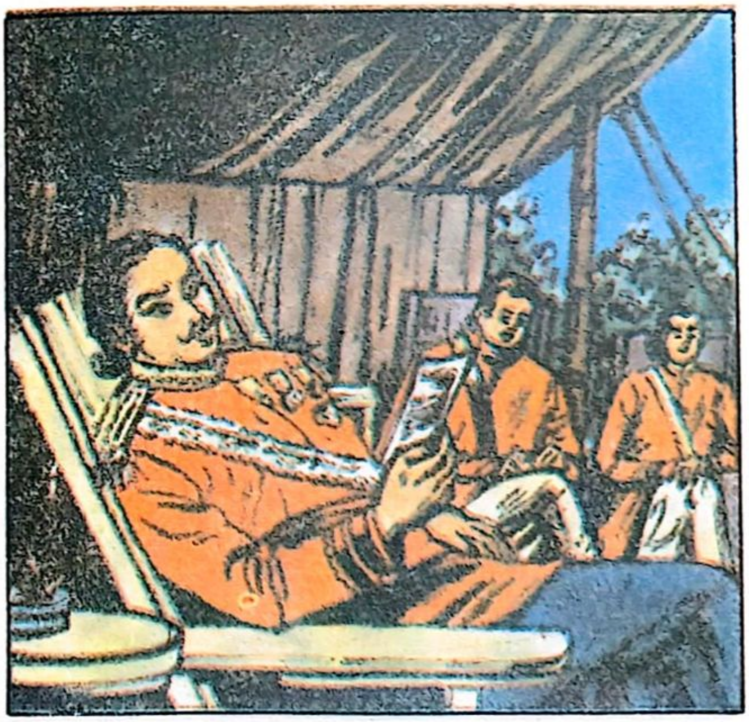

ফকীরদের দমন করার জন্য মিঃ লজ জামালপুরের বেগুনবাড়িতে একটা সেনাছাউনী ফেললেন। নিজে রইলেন এ দায়িত্বে।

কিন্তু ফকীরদের আচমকা হামলায় মিঃ লজ কয়েকবার নাজেহাল হলেন। গভীর জঙ্গলে তাদের পিছু নিতে সাহস পেলেন না।

facebook/@maktabatuttalamij

মিঃ লজকে সাহায্যের জন্য এলেন কমিশনার মিঃ ইলিয়ট। বললেন—‘এভাবে নয়, এদের অন্যভাবে ঘায়েল করতে হবে।’

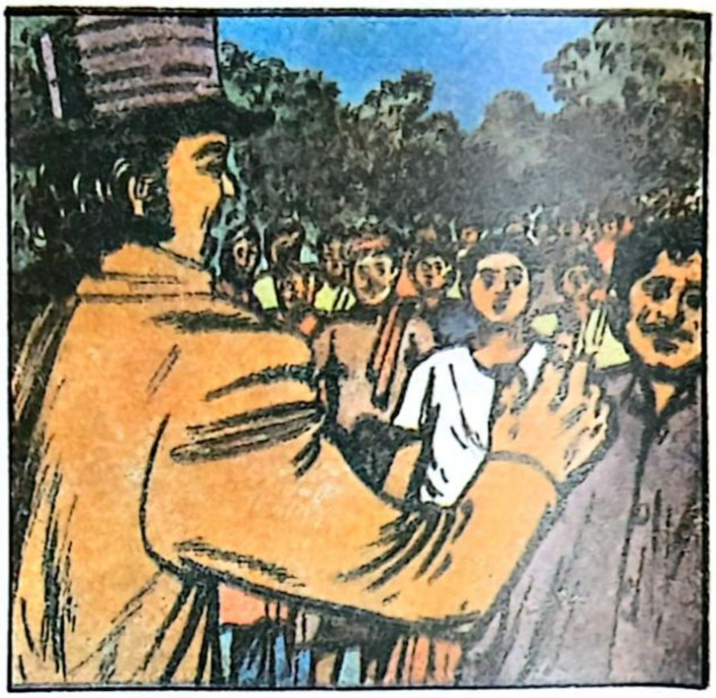

মিঃ ইলিয়ট স্থানীয় লোকদের বললেন—‘মজনু শাহ ফকীর নাই। ও বিদেশী ডাকু আছে। ওকে ভাগাইটে পারিলে পুরস্কার মিলিবে।’

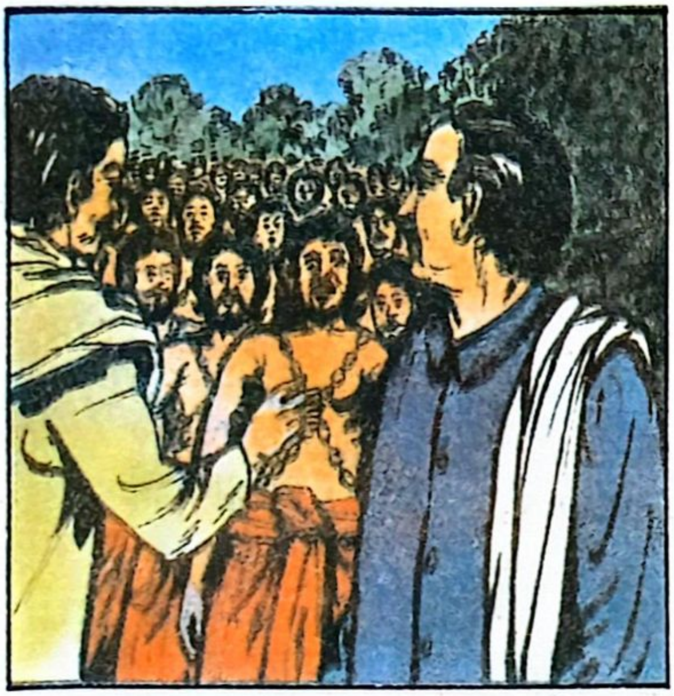

ইংরেজের দালালরা এ দেশের ফকীরদের বোঝালো– ‘মজনু শাহের দল সব লুটে নিয়ে দেশে চলে যাবে। ওদের বাদ দিয়ে আলাদা দল গড়ো।’

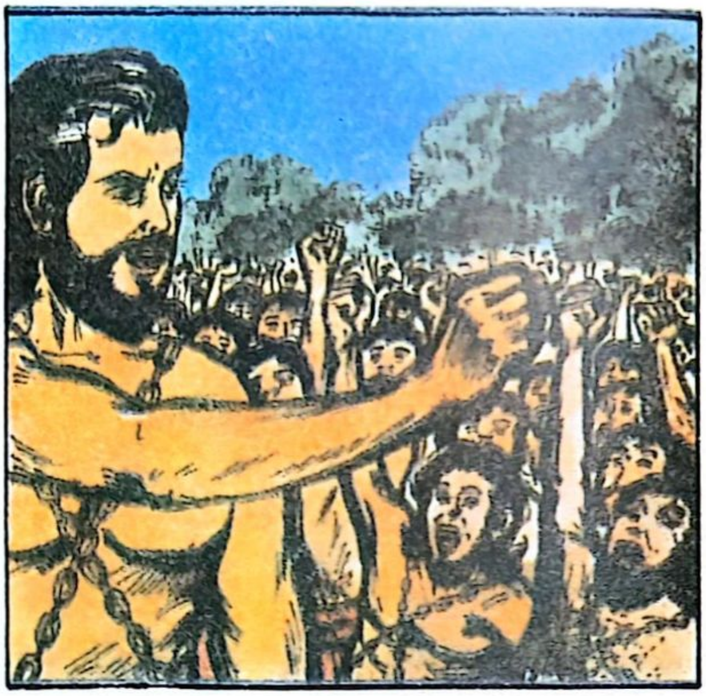

তারা বললো—‘না, আমরা মুসলমান। মজনু শাহ আমাদের নেতা। আমরা এক আছি— এক থাকবো।—দল ভাঙ্গার চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

facebook/@maktabatuttalamij

দল ভাঙ্গানোর চেষ্টা মজনু শাহ শুনলেন। বললেন---'ওরা আমাদের মধ্যে মারামারি বাঁধিয়ে---নতুন দল সৃষ্টি করে টিকে থাকতে চায়।

মজনু শাহ নির্দেশ দিলেন---'এবার ওদের মরণ-কামড় দিতে হবে। তোমরা সব গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ো। দেখুক 'কার কত তাকদ।'

মজনু শাহ এবার বৃটিশ কোম্পানীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোললেন। মূসা শাহকে পাঠালেন উত্তর বঙ্গে। নিজে গেলেন মোমেনশাহীতে। একযোগে আক্রমণ করলেন লেঃ ব্রেনান আর লেঃ আঁশলীর ক্যাম্প।

কোম্পানীর সাহেবরা দমে গেলো। মজনু শাহ মেসিদা পরগনার (দিনাজপুর) জমিদারকে দশ হাযার টাকা পাঠাতে নির্দেশ দিলেন। জমিদার ভয়ে পালিয়ে গেলেন কাচারী ছেড়ে।

facebook/@maktabatuttalamij

মজনু শাহ এবার কড়াইবাড়ির জমিদার শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরীকে লিখলেন—'কোম্পানীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অমুক তারিখের মধ্যে আমার কাছে পঞ্চাশ হাযার টাকা পাঠিয়ে দেবেন।'

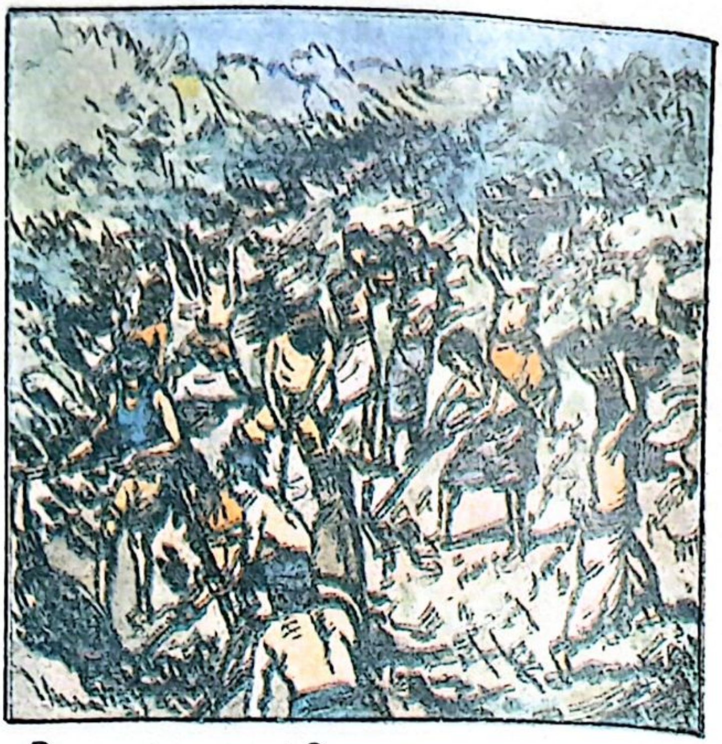

শ্রীকৃষ্ণ রায় হাযারখানিক প্রজা ধরে এনে খাল কেটে বাড়ির সাথে নদীর সংযোগ ঘটালেন। তারপর রাতের আঁধারে সব কিছু নিয়ে নৌকায় চড়ে পালালেন।

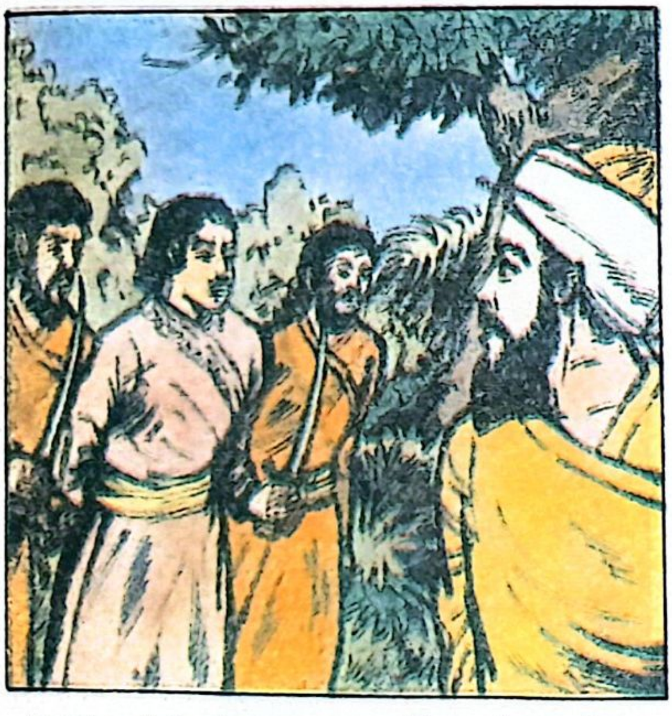

বগুড়ার থাপ্পা ঝাকর গ্রামের জমিদার টাকা দিতে না পারায় ফকীররা তার পুত্র চন্দ্র শেখরকে ধরে আনলো। মজনু শাহ বললেন—'এ তো নির্দোষ। ছেড়ে দাও একে।'

এরপর বগুড়ার সব জমিদার ফকীরদের ভয়ে একে একে জমিদারী ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। কেউ গেলো কামরূপ, কেউ আসাম, কেউ অন্য কোথাও।

facebook/@maktabatuttalamij

সুদখোর অর্ধ-উলঙ্গ রামায়েত সন্ন্যাসী। যারা ডাকাতি করতো তারা জমায়েত হলো। বললো—'ফকীরদের শায়েস্তা করতেই হবে। তারাও যা, আমরাও তাই। ভয় কিসের?'

একদিন দুই দলে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকীর দল 'আল্লাহু আকবার' বলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সন্ন্যাসীরা ত্রিশটির বেশি লাশ ফেলে পালালো।

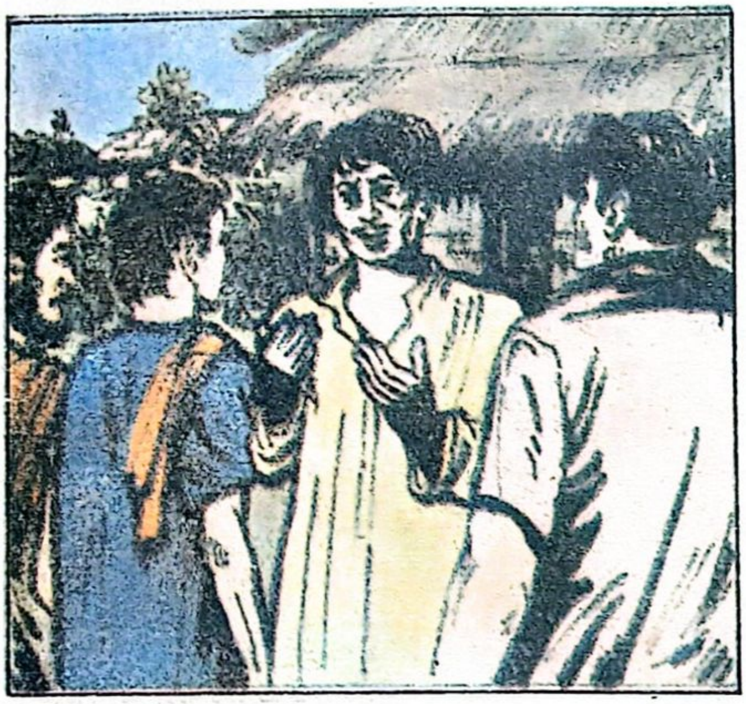

জমিদারদের জুলুম নেই। সুদখোর সন্ন্যাসীরা আর জ্বালাতন করে না। গরীব প্রজারা শান্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তারা মজনু শাহকে প্রাণ ভরে দোআ করলো।

বয়স আর পরিশ্রমের ভারে মজনু শাহ এবার ক্লান্ত। নেতৃত্বের ভার প্রধান শাগরিদ মূসা শাহের হাতে তুলে দিলেন। বললেন—'এবার আমায় ছুটি দাও।'

facebook/@maktabatuttalamij

গ্রামের সরল গরীব লোকদের দেখিয়ে দিলেন নতুন নেতা মূসা শাহকে। বললেন—এবার আমার বিদায়ের পালা। সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

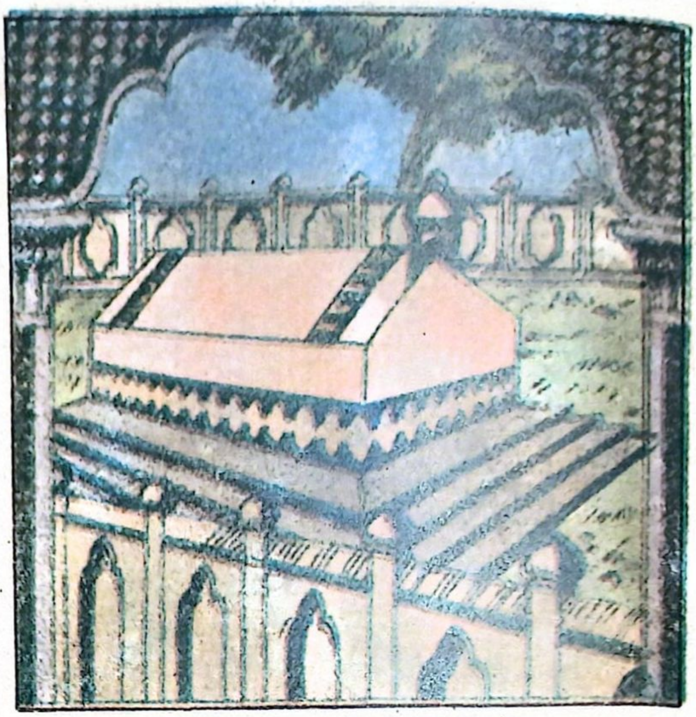

মজনু শাহ ফিরে গেলেন তাঁর আস্তানায়, যার নিকট চিরশায়িত শাহ মাদার (র)। মগ্ন হলেন আল্লাহ্‌র ধ্যানে। তারপর এখানেই ছাড়লেন শেষ নিঃশ্বাস। (১৭৮৭)।

এভাবেই শেষ হলো আমাদের এই উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের প্রথম প্রচেষ্টা। যার শুভ উদ্বোধন করেছিলেন ফকীর নেতা মজনু শাহ ১৭৬৩ সনে।

তারপর তাঁর উত্তরসুরী মূসা শাহ, পরাগ আলী শাহ সুদীর্ঘকাল এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। তারই ফসল রূপে একদিন দেখা দেয় সিপাহী বিদ্রোহ। তারপর দেশ বিভাগ। তারপর এই বাংলাদেশ।

ইফাবা-৯৪-৯৫—প্র/৪৮১২ (উ) ৩,২৫০

facebook/@maktabatuttalamij

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ–এর
দুটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

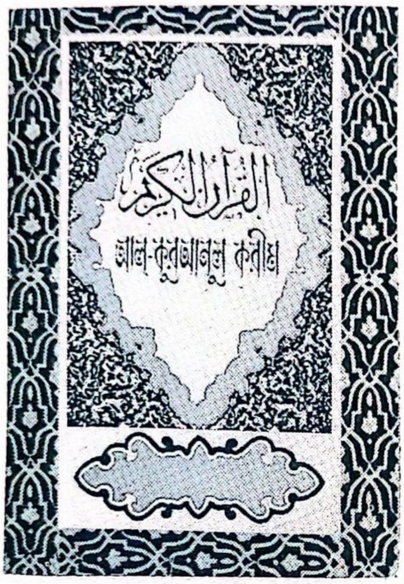

কুরআনুল
করীম

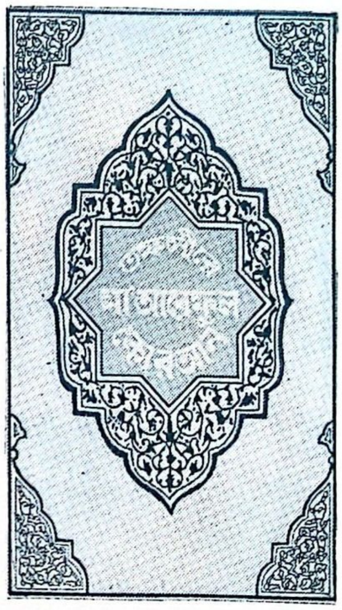

তাফসীরে
মা'আরেফুল
কোরআন

পড়ুন।

পড়ে জ্ঞান হাসিল করুন।

facebook/@maktabatuttalamij